

- এই ক্ষ্যাত, বেয়াদপ ছেলে একটা। দেখে চলতে পারিস না??

অনার্স এর থার্ড ইয়ারে ক্লাস করবো বলে রুম খুজছি। কিন্তু আমাকে কেউই হেল্প করছে না। কারন, সবাই আমার ঢিলে ঢালা পোশাকের দিকে তাকিয়ে আমার কাপড়ের দিকে তাকিয়ে কোনো কথায় বলছে না। সবার কাছে আমি ক্ষ্যাত। তাই খুব কষ্টে যখন নিজের ক্লাস খুজে পেলাম। তাড়াতাড়ি রুমে ঢুকতেই একটা মেয়ের পায়ে সামান্য পাড়া দিয়ে ফেলি। ফলে তিনি উপরের কথাগুলো বললো..

- ছাগলের মত চেয়ে আছিস কেনো? কোথা থেকে যে সব আসে। যতসব,, সকাল সকাল এসব ক্ষ্যাত মার্কী ছেলেদের দেখে গাটা জ্বলে গেলো।

মুচকি হেসে আমি আমার ক্লাসে গেলাম। কারন, এখানে কথা না বলাটাই শ্রেয়। কথা বললে না জানি আবার কি না কি শুনতে হবে।

ক্লাসের একদম শেষের দুইটা বেন্চে আগে বসলাম। একটু পরে দেখলাম সেই মেয়েটা আমার দুই বেন্চ আগে বসেছে। তার মানে সেম ক্লাস।

যথারীতি ক্লাস শুরু হল,, ঠিক তখনি দেখলাম আমার পিছনের বেন্চের একটি ছেলে ঐ মেয়েটির গায়ে কাগজ ছুড়ে মারল..।

তবে দোষটা আমার উপরেই পড়লো। তখনি..

- স্যার এই ছেলেটা আমার গায়ে কাগজ ছুড়ে মেরেছে। (মেয়েটি)

- কোন ছেলে? (স্যার)

- ঐ যে ঐ ছেলেটা। চোখে গোল চশমা পরা।

কিছু বোঝার আগেই স্যার এসে খানিক কথা শুনিye গেল। কিছু বলারও সুযোগ দিলো না। ধপ করে বেন্চ বসে পড়লাম..

(পরেরদিন) .

ক্লাসে বসে আছি সেই বেন্চটাতে। স্যারের লেকচার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি। আর সেই মেয়েটি বসেছে আজ ফার্স্ট বেন্চে। ঠিক সে সময় স্যার বললো...

- আচ্ছা বলোতো তোমরা.. যারা শিক্ষিত তারা বেশি মূর্খ। কথাটি কি সত্য? যদি সত্য হয় তাহলে কারনটা কি? (স্যার)

ঠিক তখনি দেখলাম সবাই কেমন চুপ হয়ে গেল। স্যার সবার দিকে একবার তাকালো। আর আমিও সবার দিকে একবার তাকালাম। তখনি স্যার সেই মেয়েটিকে বললো...

- আচ্ছা নেহা, তুমি তো ফার্স্ট গার্ল, তো এই কথাটার লজিক কি? বলো...
তখনি দেখলাম.. নেহা মেয়েটি চুপ হয়ে গেল। আমতা আমতা করা শুরু
করলো..তবে স্যার অনেকের কাছে কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইল। কিন্তু সবাই
কেমন যেন চুপসে গেল।

ঠিক তখনি আমি কিনিচত হেসে উঠলাম। তবে এটা স্যারের চোখ এড়ালো না।
তাই ন্যার সবাইকে চুপ থাকতে বলে..

- এই ছেলে. নাম কি তোমার? (স্যার)

- নিলয়..

- হাসছো কেনো...?

-.....

- বেয়াদপ ছেলে..পড়াশোনা তো করবে না,,ক্লাসে বেয়াদবি করবে। বলোতো.
আমি মনে করি শিক্ষিত মানুষই মূর্খ হয় বেশি। কথাটি কি সত্য? যদি সত্য হয়
তাহলে কারন কি?

স্যারের প্রশ্নশুনে মাথাটা নিচু করলাম। তখনি স্যার আবার বললেন..

- জানি তো পারবা না। কেনো আসো সব ক্লাসে? যতসব বেয়াদপ ছেলে..

- স্বি স্যার আমিও আপনার মত মনে করি শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সবচাইতে বেশি
মূর্খ।

কারন, শিক্ষিত ব্যক্তির সাধারণ থাকতে চাই না। তারা চাই, অসাধারণ হতে।
আর এই অসাধারণের রাস্তায় বিরতহীন ভাবে দৌড়াতে একসময় তারা তাদের
অবস্থান, তাদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

তখন তারা শুধুই তাদের অর্থটাকে প্রাধান্য দেয়। আর সেক্ষেত্রে যে কম জানে,
বা জানেই না, সেই জানি। কারন, তারা হল সাধারণ, আর সাধারণ সবাই হতে
পারে, এটা একটা আর্ট। তাই তারা তাদের ধর্মীয় আচার, বিধি মেনে চলে।

সৃষ্টিকর্তার ভয়ে কাজ করে। অপরদিকে যারা বেশি জানি তারা সময়ের সাথে
তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে। ফলে তারা তাদের ধর্মকে ভুলেই যেতে বসে।
এর কারনে তারা অবশ্যই মূর্খ।

কথাটি তাড়াতাড়ি বলে শেষ করলাম। কথাগুলো বলার পর সবার দিকে
তাকলাম। দেখলাম সবাই আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।
তখনি স্যার বললো..

- বাহ...আমি তোমাকে কি ভাবছিলাম আর তুমি তার বিপরীত। সত্যিই তুমি

বেয়াদপ না, ভালো ছেলে।

মুচকি হেসে বসে পড়লাম। তখনি সেই নেহার দিকে তাকালাম। নেহা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। হয়ত ভাবছে আমি ছেলেটা কেমন?

কলেজ শেষ করে যখন বের হলাম। তখনি রফি নামের একটি ছেলে এসে বন্ধুত্ব করলো। এতদিনে কেউ আমার পাশে বসে না। আর আজ একটা বন্ধুকে পেলাম...

(পরেরদিন)

ক্লাসে বসে আছি। তখনি রফি আসলো..

- আচ্ছা তোর বাসা কোথায় রে?

- কেনো?

- আরে বন্ধুনা আমরা..বল..

- থাক সেসব শোনা লাগবে না।

কি দরকার সেসব মনে করে, আমি তো এক অন্ধকার জগতের মানুষ। সভ্যতার মাঝে এসে বাঁচার চেষ্টা করছি। তাই ঐসব কথা ভেবে আর কোনো লাভ নেই।

- জ্ঞানই হল শিক্ষা নাকি শিক্ষায় হল জ্ঞান?

স্যারের কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। তখনি নেহা উঠে বললো..

- স্যার, আমি মনে করি দুইটাই একে অপরের সাথে জড়িত। শিক্ষার মাঝেই তো জ্ঞান লুকিয়ে থাকে। একজন ব্যক্তি শিক্ষার মাঝে থেকে জ্ঞান অর্জন করে। তাই শিক্ষা ও জ্ঞান দুইটাই একে অপরের সাথে জড়িত

- হুমমম..আর কেউ কি বলবে?? (স্যার)

- স্যার, উনি যে ধারণাটা দিলেন সেটা ভুল। কারন, শিক্ষার মাঝে জ্ঞান যদি লুকিয়ে থাকতো তাহলে যারা শিক্ষা গ্রহন করেনি তারা কি জানি না? বা তাদের মাঝে কি জ্ঞান নেই? আসলে, স্যার আমরা বলি লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হয়। কথাটা কিন্তু এক দিক দিয়ে ভুল। কথাটি কি এমন হলে হত না যে. মানুষ হয়ে লেখা পড়া করো। আসলে কথাটি বললাম কারন, আমরা জন্মগ্রহন করার পরেই কি বিদ্যালয়ে আসি? আসি না, তাই প্রথমে পরিবার, সমাজ হয়ে ওঠে আমাদের জন্য শিক্ষা। এর থেকে যদি আমরা সঠিক শিক্ষা গ্রহন করে মানুষ হতে পারি। তবে সেটাই প্রকৃত শিক্ষা। বই বাদে মানুষ কিন্তু শিক্ষিত হয়। তার প্রমানও বহু আছে আমাদের সমাজে।

কথাগুলো বলে নেহার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে দেখছে। শুধু সে নয়, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তখনি স্যার বললো...

- বাহ, কি সুন্দর উত্তর। গুড বয়..

স্যারের কথা শুনে মুচকি হাসলাম। মনে মনে বললাম, আমি স্যার মোটেও গুড বয় না। আমার মত খারাপ ছেলে আর পাবেন না। যার কোমরে থাকে সবসময় পিস্তল গোজা। মানুষ মারতে হাত কাপে না। সে মোটেও গুড বয় না স্যার..

ক্লাস শেষ করে বাইরে আসতেই নেহা আমাকে ডাকলো..

- এই যে, নিলয়..

নেহার ডাক শুনে দাড়ালাম। তখনি সে আমার কাছে আসলো..

- সরি (নেহা)

- ওকে..বাই.

আর কোনো কথা না বলে, বা না শুনে নেহার কাছ থেকে চলে আসলাম। একটু দূরে আসতে ঘুরে তাকিয়ে দেখি সে আবাবো চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি হেসে চলে আসলাম।

..... চলবে,.....

..চলবে....

...

...

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট

#পার্ট:১

#লেখক:Sakib_Nisi

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট

#পার্ট:২

..

...

- এই যে ছেলে..

কলেজে এসে ক্লাসে ঢুকতে যাবো তখনি নেহা ডাকলো। ঘুরে তাকাতেই সে বললো।

- আপনি তো খুব বেয়াদপ। কাল কথা বললাম অথচ.পাছায় দিলেন না।

- হুম..

- আবার হুম বলছেন? আচ্ছা আমরা তো সেম ক্লাস তুমি করেই বলতেছি। ওকে..

সামান্য হেসে ক্লাসের দিকে গেলাম। সমস্ত ক্লাসে চুপচাপ থাকি আমি। কারো সাথে কথা বলি না। শেষের দিকে বসি।

- আগামী সপ্তাহে তোমাদের সাপ্তাহিক এক্সাম নিবো। সবাই প্রস্তুতি গ্রহন করো ঠিক ভাবে। (স্যার)

স্যার এসে কথাটি বললো..। তবে তখনি স্যার আমার কাছে আসলো..

- আচ্ছা নিলয় তোমার বাসা কোথায়?

-.....

- কি হল বলো..? (স্যার)

- স্যার আমি একটু বাইরে যাবো..

- ওকে..

স্যারের কাছ থেকে চলে আসলাম। কারন, আমি জানি না আসলে স্যারের কথার উত্তর দিতে হত। আর আমি চাই না কেউ আমার সম্পর্কে জানুক। আমি চাই না কেউ জানুক আমি মাস্তান। আমি খারাপ ছেলে। ফেলা আসা দিনগুলির মত চাই না আর আমি লাঞ্ছনা।

..

বাইরে থেকে ক্লাসে আসলাম আবার। সোজা বেলেচ এসে বসলাম। তখনি দেখি নেহা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সবার কাছে ক্ষ্যাত হতে পেরেছি। কিন্তু নেহা কেনো তাকাচ্ছে? তখনি স্যার বললো..

- আচ্ছা বলো তো তোমরা, মানুষ মননশীল। সবাই জানি আমরা আমাদের

কোনো এক সময় মরতেই হবে। কিন্তু আমরা মানুষরা কেনো এত বড়াই করি?
কেনো দুনিয়াতে এত কিছু করি?

স্যারের কথা শুনে ক্লাসে কেমন যেন নিরাবতা ভর করলো। সবাই যে যার
মত লজিক নিয়ে স্যারের সামনে তুলে ধরছে। আর আমি আমার জায়গায় বসে
সব দেখছি।

ঠিক সে সময় রফি বললো..

- স্যার নেহা তো ফার্স্ট গার্ল তাই আমরা ওর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি।

তখনি সবাই একসাথে ইয়েস

বললো.।

নেহা উঠে দাঁড়াতেই বললো...

- স্যার আমরা সবাই জানি জন্মালেই মরিতে হয়। কিন্তু

মানুষ সেটা ভুলে যায় তার সমাজের কু ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। মানুষ ভুলে তার
অবস্থানকে। তাই তারা দুনিয়ার মায়াতে পড়ে সব ভুলে বসে।

- হুমম..আর কেউ বলবে? (স্যার)

তখনি রফি আমার হাতটা তুলে ধরলো..। আমি হাবার মত ওর দিকে
তাকালাম। কিন্তু স্যার তখনি বললো..

- হুমম নিলয় তুমি বলো।

খানিক চুপ থেকে আশেপাশে তাকিয়ে নিলাম। সবার
মাঝে নিরাবতা ভর করেছে কিন্তু নেহা আমার দিকে
তাকিয়ে আছে। তখনি বললাম..

- স্যার আমরা জানি মানুষ মরণশীল। এটাই জানি

আমাদের কোনো এক সময় মরতেই হবে। কিন্তু আসল কথা হল আমরা বড়াই
করি কেনো? আমাদের যেকোনো সময় চলে যেতে হবে ওপারে তবুও আমরা
বড়াই করি। আসল কথা হল মানুষের মন যত নরম ততটাই নিকৃষ্ট। কারন,
আমরা উপরে উপরে যত যায় দেখাই না কেনো, ভিতরে থাকে

অহংকার, লোভ। মূলত লোভ টাই আমাদের মনটাকে

নিকৃষ্ট করে তোলে ফলে আমরা ব্যাভিচার এ লিপ্ত হতে থাকি। দুনিয়ার সাময়িক
সুখে তখন বিভ্রম হয়ে যায়। এর ফলে ভুলে যায় আমাদের মরন সংবাদের কথা।

যা এক চরম সত্য। সুতরাং মানুষের মনে

সম্পদের অহংকার, লোভ, উপরে ওঠার চেষ্টাতে বিভ্রম

থাকা এসবের কারনে আমরা সব ভুলে বসি। তাই এত বড়াই করে চলেছি।
কথাগুলো শেষ করতেই ক্লাসে একটা হাত তালির রোল পড়ে গেলো। তখনি
নেহার দিকে চোখ পড়লো,
মেয়েটা সেই থেকেই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হট করেই দেখলাম সে মুচকি
হাসলো তাকিয়ে।

মাথাটা নিচু করলাম..

- চমৎকার বলেছো নিলয়.

(স্যার)

ক্লাস শেষ করে ক্যামপাস থেকে বের হতে যাবো, তখনি নেহা আসলো আমার
কাছে..

- আমি সরি।

- কেনো? (আমি)

- আসলে প্রথমদিন তোমাকে ক্ষ্যাত, বেয়াদপ বলে কত
কথা বলেছিলাম।

- হিহিহি..

- হাসছো কেনো?

- কারন, আমি যদি ক্লাসে ভালো কিছু না বলতাম তবে তুমি কি এসে কথা
বলতে? আমি ক্ষ্যাত ই থাকতাম

তোমার কাছে। সো ইটস ওকে। তুমি তোমার মত থাকো...

কথাটি বলে সেখান থেকেচলে আসতে যাবো। তখনি

নেহা বললো..

- তোমার বাসা কোথায়? আর তুমি হট করে থার্ড ইয়ারে ভর্তি হলে কেনো??

কথাটা শুনে ওর দিকে তাকালাম। কিনিচত হেসে আমি ঘুরে চলে আসলাম।

ফুটপাথ ধরে হাটছি, আর মনে মনে পুরোনো কথা ভাবছি। যে ছেলের দিকে
তাকাতে

মানুষ ভয় পেত আর সেই ছেলের সাথেই এখন কত লোক কথা বলছে।

আসলেই সবাই ঠিকই বলে, ভালো মানুষ হতে কোনো অর্থের দরকার পড়ে না।

আমি ভাবিনি ভালো মানুষ হতে পারবো। তবে আজ মনে

হচ্ছে ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছি। বড় মনে পড়ছে আব্বুর কথা। ওনার চলে

যাওয়ার সময় শেষের কিছু কথা খুব মনে পড়ছে।
জোরে হেসে উঠলাম। সবাই আমাকে খারাপ ভাবে। কিন্তু কেউ কোনোদিন
জানতে চাইনি আমি কেনো
খারাপ হলাম? সবাই আমাকে মাস্তান বলে পিছনে কতই না গালি দেয়। কিন্তু
কেউ কোনোদিন জানতে চাইনি আমি কেনো মাস্তান? কেন আমি মাস্তানি করি?
আসলে আমরা সবাই মানুষ। তবে আমাদের সঠিক মনস্ব্যস্তের অভাব। আমরা
পাপি কে ঘেন্না করি কিন্তু তার পাপকে না

(পরেরদিন)

ক্যামপাসে বসে আছি। তখনি নেহা আসলো..

- এটা ধরো.

- কি এটা?

- নোটস, আগামী সপ্তাহে তো এক্সাম তাই তোমাকে
দিচ্ছি।

- লাগবে না।

- মানে? তুমি তো নতুন, জানোই না যে কেমন হবে।

- দরকার নাই বললাম না?

(ঝাড়ি দিয়ে)

কথাটি বলে নেহার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকে
তখনও তাকিয়ে আছে। ধপ করে আমার পাশে সে বসে
বললো..

- কে তুমি? তোমার বাসা

কোথায়? (নেহা)

ঘুরে তার দিকে তাকালাম। নেহা আমার দিকে তাকিয়েই কথাটি বললো..

- কেনো? (আমি)

- আমি জানতে চাই। কারন, আমি দেখেছি তুমি কারো সাথে মিশো না। কারো
সাথে কথা বলো না। তাই
ভাবলাম..

- কি?

- আমি জানি মানুষ প্রেমে ছ্যাখা খেয়ে এমন হয়ে যায়।

তাই ভাবলাম তুমি হয়ত ছ্যাখা খেয়েছো।

নেহার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম। তবে কিছু না বলে সেখান থেকে উঠে চলে আসলাম। কি বলে মেয়েটা?

যাচ্ছে তাই..

ক্লাসে বসে আছি। আজো দেখলাম, আমার পিছন থেকে কেউ একজন কাগজ ছুড়ে নেহার গায়ে মারলো..তখনি নেহা উঠে এসে বললো..

- ছি. নিলয়, তোমাকে আমি ভালো ছেলে বলে মনে করেছি। আর তুমি কি না সবার মত আমাকে ভালোবাসি বলে দিলা? তোমার মত ক্ষ্যাত ছেলে আর বেয়াদপ ছেলে আর একটাও নাই।

- মানে কি?

- কাগজে ভালোবাসি লিখে তোমার নাম দিয়ে আমাকে কাগজ ছুড়ে মেরে বলছো মানে কি? বেয়াদপ একটা, মন চাচ্ছে থাপ্পড় দিই।

- এই যে শুনুন, আমি মারিনি।

পিছন থেকে কেউ একজন মেরেছে।

- ফাজলামো হচ্ছে?? আজ মাফ করে দিলাম, নেক্সট টাইম এমন কিছু দেখলে তোমার খবর আছে।

কোনো কথা না শুনেই সে চলে গেল। মাথায় রাগ উঠিয়ে সে চলে গেলো। মন চাচ্ছে ব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করে পিছনে থাকা ছেলেটার কপালে গুলি করি, এর পর নেহাকে। কিন্তু আব্বুর কথা মনে পড়তেই চুপ হয়ে বসে পড়লাম। কিছু ভালো লাগছে না।

তাই ক্লাস থেকে বের হয়ে চলে আসলাম। আজ আব্বুর মৃত্যু বার্ষিকী। আব্বুর শেষ কথা

ছিলো,

- নিলয়, আমি জানি তুই রাগী, তাই রাগটাকে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখিস। মনে রাখিস, প্রকৃত বীর সেই, যে তার রাগ কে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে

ক্যামপাস থেকে বের হলাম।

...

....চলবে....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট

#পার্ট:৩

...

....

আগামীকাল এক্সাম..। তাই ক্লাসে মনোযোগ রাখছি। অবশ্য
আগে যখন এক্সাম দিতাম তখন মাস্তানি করে পাস করতাম। কিন্তু এখন
সেটা করা যাবে না।

সামনে তাকিয়ে দেখি নেহা আজো তাকিয়ে আছে। কি
মেয়েরে বাবা..অপমান করবে আবার দেখবেও। তখনি
লেকচারার স্যার আসলো রুমে।

- কাল এক্সাম, সবাই ভালো করুক এটাই চাই। (স্যার)

- স্যার সবাই আর কই বলেন, ভালো তো একাই করে একজন
সে হল নেহা। (রফি)

- ভুমমম.. তা ঠিক..নেহার কাছ থেকে প্রথম কেউ নিতে পারবে
না। (স্যার)

ওনাদের কথা শুনছিলাম নিশ্চুপ দর্শকের মত। মনে মনে হাসছিলাম
ও বটে। চাইলেই মাস্তানি করে প্রথম কেনো,,কলেজটাকেও
আমার আয়ত্তে নিতে পারি। কিন্তু সেটা আমি করবো না।

..

আজ এক্সামের পর ক্লাসে এসেছি। সবাই যে যার মত গল্প
করছে। আর আমি চুপচাপ বসে আকবুর কথা ভাবছি। ভাবছি মা নামের
থারাপ মহিলার কথা। যে কিনা আমার.....

- কাল এক্সাম হয়ে গেছে। তার রেজাল্ট আজকে দিচ্ছি। (স্যার)

- -----(সবাই চুপ)

- এই সাপ্তাহিক এক্সামে প্রথম হয়েছে নিলয় হাসান। আর দ্বিতীয় হয়েছে নেহা। (স্যার)

সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকালো। আমি আমার মত বসে থাকলাম। নেহা আরো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সবাই হয়ত আশা করেনি এমনটা। কিন্তু সেটাই হল..

- কংগ্রেস নিলয়. (স্যার)

সবাই যখন বাহ বাহ দিচ্ছে তখন নেহা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যা আমার অসহ্য লাগছে।

- নিলয়, তুমি নিশ্চয় সারারাত পড়েছো? (স্যার)

-.....

- আচ্ছা তোমার বাবা কি করেন?

- বেঁচে নেই স্যার।

- ওহ সরি,, তোমার আস্মু কি করেন?

মা নামের কথা শুনে মাথায় রাগ উঠে গেলো। বহু কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে চুপ করে থাকলাম। তখনি স্যার আবার জিগাস করলো..

- কি হল বলো..

- বেঁচে নেই।

- তোমার আব্বু আস্মু বেঁচে নেই? সো স্যাড, সরি নিলয়। বাট তোমার পড়াশোনার খরচ কে চালায় তাহলে? আর ওনারা কিভাবে মারা গেলেন??

স্যারের কথা শুনে রাগি চোখে ওনার দিকে তাকলাম। কিন্তু ওনার মুখটা দেখে কেমন মায়া হল, এসব প্রশ্ন আমাকে এ যাবত যারাই করেছে তাদেরকে রাগের বশে মেরে ফেলেছি। কিন্তু আজ নিজেকে সামলাতে হচ্ছে।

কিভাবে বলবো আমি স্যারকে, আমার পড়াশোনার খরচ আসে

মাস্তানি করে? কিভাবে বলবো, আমি নিজেই আমার সৎ মাকে
মেরে ফেলেছি নিজের হাতে? কিভাবে বলবো, আমার সৎ
মায়ের হাতে আমার নিজের বাবা খুন হয়? তাই এসব প্রশ্ন যারা
জানতে চাই তাদেরকে মেরে ফেলি আমি।

- রোড এক্সিডেন্ট করে দুজনেই মারা যায়। (আমি)

- সরি নিলয়, যাই হোক তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো..পড়ার
খরচ চালাতে সমস্যা হলে আমাকে বলতে পারো। (স্যার)
স্যারের কথা শুনে মনে মনে হেসে উঠলাম। সত্যিই হাস্যকর
কথাটি। আমার যা টাকা আছে তাতে এ কলেজের সবাইকে চালাতে
পারবো।

..

ক্লাস শেষ করে বাইরে বের হলাম। তখনি নেহা এসে আমার
সামনে দাঁড়ালো । মেয়েদের সেই ঘটনার পর আমার সহ্য হয়
না। মনে হয় সবাই আমার সৎ মায়ের মতই। তাই তাদেরকে এড়িয়ে
চলি..

- সরি নিলয়...

-.....??

- আসলে ঐ দিন তোমাকে অপমান করার জন্য।

- ওকে...বাই

আর কিছু না বলে ওর সামনে থেকে চলে আসলাম। আমি জানিনা
সব মেয়েরা একই রকম কিনা? তবে মেয়েদের দেখলে
আমার সৎ মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। তাই মাথাটা গরম থাকে
সবসময়।

..

(পরেরদিন)

- আচ্ছা বলোতো, ধর্ষনের জন্য দায়ী নারীদের পোষাক
নাকি ছেলেরা নিজেই?? (স্যার)

ক্লাসে বসে আছি। লেকচারার স্যার রোজ কেমন পড়ানো শেষে উদ্ভট প্রশ্ন করে। আজো তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে প্রশ্ন শুনে সবাই চুপষে গেল। তবে সবার ধারণা এমন প্রশ্নের উত্তর নেহাই দেবে। কারন, সে তো প্রথম ক্লাসে।

- নেহা বলো ধর্ষনের জন্য কাকে দায়ী করবে তুমি? (স্যার)

- আসলে স্যার ধর্ষকের জন্য মূলত ছেলেরাই দায়ী।

- কেন? (স্যার)

- কারন, ছেলেদের মন খুব নিকৃষ্ট হয়। ওরা মেয়েদেরকে যেমন নির্যাতন করে। তেমনি যা ইচ্ছে তাই করায়।

- আপনি কি ধর্ষন হয়েছেন নাকি? বা এমন নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন? (আমি)

নেহার কথা শুনে মায়ায় রক্ত উঠে গেল। তাই উঠে দাঁড়িয়ে কথাটি জোরে বললাম। সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।
এমনি স্যার ও।

- আসলে নেহার ধারণা ভুল স্যার। কারো মন কখনও নিকৃষ্ট হয় না। নিকৃষ্ট করে দেয়। নিকৃষ্ট হয় সামাজের কিছু বেশি বোঝা মানুষদের কারনে। তারা ধর্ষিতার দিকে আগুল তোলে। কিন্তু একবারো ভাবে না তার পরিবারের সাথে যদি এমন হত? আর ধর্ষকের জন্য ছেলে মেয়ে উভয় দায়ী। কারন, আমাদের মনটা ঠিক তখনি নিকৃষ্ট পর্যায় থাকে। ফ্যাশানের নামে আমরা, মেয়েরা ছেলেদের শার্ট প্যান্ট পরি। কিন্তু একবারো ভাবি না এসব পরলে তার দিকে কারা লোলুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আমরা মুসলিমতার নামে, বোরখা পরি টাইট করে। কিন্তু একবারো ভাবি না এই পোষাকে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য কেমন পর্যায়ে যাবে।

আমরা ছেলেরা সমাজে বাস করি, কিন্তু একবারো ভাবি না এই

সমাজেই ধর্ষন হয়। তারা পাড়ার মোড়ে, রাস্তায় দিন রাত ভোর টিজ করে বেড়াবে। এখন তাদের সামনে যদি এমন পোষাক পরে কেউ যায়। নিশ্চয় সেই ছেলেদের মনটা আরো নিকৃষ্ট হবে। ফলে যা হবার তাই হবে। আমরা ছেলেরা নিজের ধর্মের কথা ভুলে রাস্তায় আড্ডা মেরে বেড়ায়। যদি আমরা সৃষ্টি কর্তার ভয়ে পরোপারের জন্য ভালো কাজ করি, নামাজ পড়ি তাহলে এমন ধর্ষক আর হবে না সমাজে। এমন বাজে ছেলে আর হবে না সমাজে। শালীনতা বজায় রেখে পোষাক পরি তাহলে হবে না এই সমাজে কেউ ধর্ষিতা।

- বাহহ....(সবাই একসাথে)

আমি কথাগুলো বলে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লাম। মনে পড়লো আমিও তো এই সমাজের একজন খারাপ ছেলে। যার হাতে খুন হয়েছে কত মানুষ। তবে আমি সেটার থেকে বের হতেই এখানে এসেছি। ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টাতে আছি।

...

ক্লাস শেষ করে আমি সবার শেষে ও একটু দেরি করে ক্যামপাস থেকে বের হলাম। ক্যামপাস থেকে বের হতেই একটু দূরে আসতেই দেখি..

কয়েকটা ছেলে নেহাকে টিজ করছে। সামনে যেয়েই..বললাম

- এখানে কি হচ্ছে?

- সরি ভাই...আপনি এখানে জানতাম না। ভুল হয়ে গেছে। (ওদের মধ্যে লিডার টাইপ ছেলেটা)

সে কথাটি বলেই দৌড়ে পালালো..তখনি নেহা আমার দিকে তাকালো।

- কে তুমি? (নেহা)

- মানুষ..

- সে তো বুঝলাম..কিন্তু ওরা তোমার দেখে ভয় পেয়ে
চলে গেলো কেনো?

- আমি কি জানি?

- তোমাকে ওরা ভাই বললো..কে তুমি?. সত্যি করে বলো..
নেহার দিকে রাগি চোখ নিয়ে তাকালাম। এতে সে চুপ হয়ে
গেল। আমি আর কিছু না বলে সেখান থেকে সোজা হেটে
চলে আসলাম।

হাটছি আর ভাবছি, ওরা কিভাবে চিনলো আমায়? তাহলে কি এখানেও
আমার থাকা হবে না? আমি তো মাস্তানি ছেড়ে দেয়ার জন্যই
সবকিছু ছেড়ে চলে এসেছি এখানে। কিন্তু ওরা আমাকে ঠিকই
চিনলো..

...

....

...চলবে....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট

#পার্ট:৪

..

...

- নিলয়, বলো না তুমি কে? আর তুমি এমন প্রশ্নের উত্তর
কোথা থেকে পাও?

ক্যামপাসে বসে পুরোনো কিছু কথা ভাবছি। তখনি নেহা
এসে উপরের কথাটি বললো।

- কি হল চুপ কেনো? কে তুমি, কোথা থেকে এসেছো?

- কেনো?? (আমি)

- জানতে ইচ্ছে করছে।

- আমি তো ক্ষ্যাত,,আর জানার বা কি দরকার?

- বলোতো প্লীজ..

কিছু না বলে সেখান থেকে উঠে চলে আসলাম। এই
মেয়েদের আমার একটুও সহ্য হয় না। মেয়েদের দেখলে সৎ
মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। তখনি মনে হয় খুন করি। মনে
মনে বললাম, আমি তো মাস্তানি করতে চাইনি। এই সমাজ,
এই সমাজের মধ্যে
বাসকৃত ভালো মানুষের মুখোশ পরা কিছু লোক ও সৎ
মায়ের জন্য আজ আসি মাস্তান। আমারো তো ইচ্ছে
ছিলো সবার মত করে বাঁচতে।

এখানে এসেছি আজ তিন সপ্তাহ হল, কিন্তু সবাইকে
কেমন আপন লাগছে। ক্লাসে বসে এসব ভাবছি। তখনি
দেখি নেহা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক তখনি
স্যার রুমে আসলো... আজ তিনি পড়ানো বাদেই
প্রশ্ন শুরু করলো..

- বলো তো, ভালোবাসা
কি??

- স্যার ভালোবাসা হল একটা অনুভূতি, যা মনের মাঝে
বিস্তার করে। (রফি)

- হুমমম.. আর কেউ বলবে?
(স্যার)

- স্যার, ভালোবাসা হল এক প্রকার ফিলিংকস, মানে,
ভালোবাসা বোঝা যায় কারো প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার
পর। (নেহা)

- আর কেউ বলবে কি? (স্যার)

সবাই যে যার মত উত্তর দিতে লাগলো। ঠিক সে সময়
স্যার আমার কাছে এসে বললো,

- কি ব্যাপার নিলয়, তুমি কিছু বলছো না কেনে?

উঠে দাড়ালাম। মাথাটা নিচু করে বললাম..

- স্যার, আপনি কেন এই প্রশ্ন

জানতে চাচ্ছেন?

- পরে বলছি, আগে বলো..

- স্যার, আসল কথা হল ভালোবাসা বলে কিছুই নেই। আমরা

যে এতকিছু করি ভালোবাসার জন্য, এত মারামারি করি

কারো জন্য বা ভালোবাসা পাবার

জন্য, আবার সুইসাইড ও করি ভালোবাসার জন্য, মূলত এসব

কিছুই ভালোবাসা না। আসল কথা হল, ভালোবাসা বলে

কিছুই হয় না, এটা একটি মোহ,

স্বার্থের টান। স্বার্থ ছাড়া আমরা যেমন কোনো কাজ

করি না। তেমন স্বার্থ ছাড়া ভালোবাসাটাও হয় না।

একটা ছেলে বা মেয়ে একে অপরকে ভালোবাসে, সেটা

একটা মোহ ও স্বার্থপরতা। আপনি কোনো

মেয়েকে ভালোবাসুন, কয়েক বছর রিলেশনে থাকুন,

এর পর ছেড়ে আসবেন। দেখবেন কয়েক মাস পরেই সব ঠিক।

আবার ভালোবাসার জন্য সুইসাইড করছে, তাকে সেখান

থেকে ফিরিয়ে আনুন, দেখবেন কদিন পরে সেই বলছে, ধুরর

কেনো যে সুইসাইড করতে গেছিলাম।

আসলে স্যার, ভালোবাসা বলতে পরিবারের মা বাবার

ভালোবাসা বোঝায়। তারাই একমাত্র স্বার্থ ছাড়া

ভালোবাসতে জানে। তাছাড়া বাইরের কেউই কখনও

স্বার্থছাড়া ভালোবাসবেই না। কথাগুলো বলে, স্যারের

দিকে তাকালাম। দেখলাম উনি কাদছে।

- আরে স্যার, আপনি কাঁদছেন

কেনো? (আমি)

- কি বলবো বাবা, আজ আমার ছেলে আমাকে অপমান করে তার বউকে নিয়ে সে চলে গেছে আলাদা। কিন্তু আমি সেটার জন্য কাঁদছি না। কাঁদছি এটা ভেবে, আমার ছেলেটা ভালো থাকবে তো?

কথাগুলো শুনে নিরবে কেদে উঠলাম। মনটা চাচ্ছে স্যারের ছেলেকে যেয়ে খুন করি। কিন্তু কতজনকে এমন করে মারা যায়? এমন ঘটনা তো ঘটেই। তখনি আব্বুর কথা মনে পড়লো। আব্বুই আমাকে ভালো বাসতো, কিন্তু সেটা আর হল না। সৎ মা নামক এক মহিলার হাতে তিনি খুন হন। পুরোনো কিছু কথা মনে পড়তেই ঢুকরে কেঁদে উঠলাম।

..

ক্লাস শেষ করে বাইরে এসে ক্যামপাসে বসলাম। তখনি নেহা আসলো আমার কাছে।

- নিলয়, তোমাকে আমি ভালোবাসি। (নেহা)

- কিহহহ...(আমি)

- হুমমম...

- হাহাহাহাহা....

- হাসছো কেনো??

- এমনি, তা কেনো.ভালোবাসো?? আমি তো বেয়াদপ ছেলে, ক্ষ্যাত।

- আগে ছিলা এখন নেই। আর কেনো ভালোবাসি জানি না, তবে মনে হয় তোমাকে আমার চাই।

- হিহিহিহি....

কিছু না বলেই আমি চলে আসলাম ওর কাছ থেকে। মনে হচ্ছে কানে দুইটা থাপ্পড় দিয়ে আসি। কিন্তু সেটা আর করলাম না,.বাইরে বের হলাম। হাটছি আজো আমি। কিছু

দূর আসতেই.দেখি কেউ একজন কালো বড় কোট পরে
আমাকে ফলো করছে। ব্যাপারটা কেমন
যেন লাগছে। কিন্তু সে ব্যাপারে কিছু না ভেবেই চলে
আসলাম।

.

(পরেরদিন)

..

কলেজে আসতেই দেখি কালকের সেই লোকটা আমার
দিকে তাকিয়ে আছে। মানে সে আমার কলেজের
সামনেই দাড়িয়ে আছে। লোকটার দিকে তাকাতেই হন হন
করে হেটে চলে যাচ্ছে।

- নিলয়, বলো না তুমি কে?

(নেহা)

ক্লাসে বসে আছি। তখনি নেহা এসে কথাটি বললো..

- কেনো?

- ভালোবাসি তো তাই।

- ভালোবাসাতে বিশ্বাস

করি না।

- তাই? কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, তুমি
ভালোবাসাতে বিশ্বাস করো। আর ভালোবাসা পেতে
চাও। আর আমিও তোমাকে ভালোবাসতে বাধ্য করবো।

কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে নেহা চলে গেলো। আর
আমি বেনেচর উপর মাথা রেখে,লোকটার কথা ভাবছি।

ব্যগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখলাস পিস্তলটা আছে

কিনা। সেটা ওভাবেই আছে, যেভাবে রেখেছিলাম।

কিন্তু লোকটা কে? লোকটার জন্য কি আমার এই শহরটা
ছাড়তে হবে? কিন্তু আমি তো ভালো হতে চাচ্ছি। কিন্তু

সেটা কি পারবো না? খোজ নিতেই হবে আমার। ক্লাস থেকে সোজা বাইরে আসলাম। ফোন দিলাম রিমনকে...

- রিমন, চলে আই ঢাকাতে, একটা লোককে মার্ডার করতে হবে হয়ত। তোরা করে দিস। কিন্তু শহরের একটা লোকও যেন না জানতে পারে..

- ঠিক আছে ভাই..(রিমন)

পিছনে ঘুরতেই দেখি নেহা দাড়িয়ে আছে। আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। সে কি সব শুনে ফেললো..?

- তু তু তুমি..কেনো এখানে? কখন এসেছো?

- কে কি জানতে পারবে না বলো??

- মানে?

- মানে আমি ঐ টুকুই শুনেছি।

- ওহহ..

আর কিছু না বলে ক্লাসের দিকে আসলাম। তবে নেহা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সেটা বুঝলাম। কিন্তু আজ প্রথমবার ভয় পেয়েছি।

...

...চলবে....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট

#পার্ট:৫

..

..

গত রাতে সেই লোকটাকে মার্ডার করা হয়েছে। ভাবতেই কেমন যেন অনুশোচনা হচ্ছে মনের মধ্যে। আমি আবারো সেই কাজে জড়িয়ে যাচ্ছি কি? কিন্তু আমি তো ভালো হতে চাচ্ছি। অবশ্য মার্ডার আমি করিনি। আমার লোকজন করেছে..

- এই যে নিলয় সাহেব..আপনার ফোন নাম্বারটা দেন তো।
(নেহা)

ক্যামপাসে বসে উপরের কথাগুলো ভাবছি। তখনি কোথা থেকে যে এই নেহা চলে আসলো বুঝিনি। আর এসেই কথাটি বললো..

- মানে নাম্বার কেনো?

- বারে, নাম্বার না দিলে কথা বলবো কিভাবে তোমার সাথে?
তোমাকে তো ভালোবাসি আমি। (নেহা)

- ভালো।

কথাটি বলে যেয় না উঠতে যাবো। তখনি নেহা আমার হাতটি ধরলো। আর বললো..

- আচ্ছা তুমি এমন গোমড়া মুখো কেনো? কখনও ভালো করে কথা বলোনি কেনো? কি হয়েছে তোমার হুমমম?
(নেহা)

- হাত ছাড়ো..

- আগে বলো, তোমার সমস্যাটা কোথায়? তুমি সবাইকে এমন এড়িয়ে চলো কেনো? কি প্রবলেম কি?

- প্রবলেম হল আমি মেয়েদের সহ্য করতে পারি না।

- হিহিহিহিহি,,তার মানে ছ্যাখা খাইছো? ওকে ব্যাপার না, আমি তো আছি তোমাকে ভালোবাসার জন্য।

- চুপপ..আমি জীবনে মেয়েদেরই সহ্য করতে পারলাম না। আর ছ্যাখা.খাইছি তাই না?

- তাহলে বলো তুমি এমন.কেনো? আর কেন সহ্য করতে পারো না?

কিছু না বলেই হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে আসলাম। আরেকটু সময় থাকলে রাগটা কন্ট্রোল করতে

পারতাম না। তখন খারাপ কিছু করে বসতাম। ক্লাসে এসে সেই বেন্চটাতে চুপচাপ বসলাম। একটু পরেই স্যার আসলো। স্যার এসে স্যারের মত পড়ানো শুরু করলো। কিন্তু সে দিকে আজ আমার মন

নেই। মনটা নেহারও নেই, মেয়েটা সেই তখন থেকেই
তাকিয়ে আছে। যা আমার কাছে যথেষ্ট বিরক্তিকর লাগছে।

- কি ব্যাপার নিলয়, এমন করে বসে আছো কেনো? (স্যার)

- নাহ মানে, কিছু না স্যার।

- কি হয়েছে বলো..

- কিছু না স্যার, আব্বুর কথা

মনে পড়ে গেলো তো তাই।

- ওহহ...

স্যার আমার কাছে এসে কথাগুলো বলে আবার সামনের দিকে
চলে গেলেন। যেয়ে আজো উদ্ভট প্রশ্ন শুরু করলো..।

- আচ্ছা বলোতো, মানুষ সুখটাকে নিজের জীবনে

পেলে সেটা ছাড়তে চাই না, আবার দুঃখ আসলে আমরা

সেখান থেকে বের হওয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এটা কেনো

করি? সুখ কেন চাই আমরা বারবার? দুঃখটাকে কেনো

চাই না? সুখ দুঃখ তো একে অপরের সাথে জড়িত।

তাহলে কেন এমন করি আমরা??

স্যারের প্রশ্ন শুনে আমিই আজ প্রথম উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম..

- স্যার, মানুষ হল এমন একটা জীব, যেটা নিজের ভালোটাই

বুঝতে পারে। মানে, আমরা মনে করি নিজে ভালো তো সব

ভালো। আর এই নিজেকে ভালো থাকার মধ্যে রাখতে যেয়ে

আমরা চরম পর্যায়ে পৌছায়। মানে একটু সুখের জন্য অনেক কিছুই

করতে হয়। যার কারনে দুঃখ টাও আমাদের কাছে আসে। সুখ

দুঃখের মাঝেই জীবন আমাদের। কিন্তু আমরা সুখটাকে বেশি

ভালোবেসে ফেলি। তাকে আগলে রাখতে চাই। বরন করে

থাকি সাদরে। তখনই ভুলে যায় দুঃখটাকে। তুচ্ছ মনে করি, তাই

দেখবেন অনেকেই বলে এখন সুখে আছি, দুঃখ আর আসবে

না জীবনে। মূলত ভুলটা সেখানেই। সুখের পরেই দুঃখ

আসবেই। সুখের

সময় সেটা আগলে রাখার জন্য যেমন কাজ করি। তেমন দুঃখটাকে

তাড়ানোর জন্যও

সে রকম কাজ করি।

আমরা যদি মনে রাখি সুখের পরে দুঃখ আসবেই।

আবার দুঃখের পরেই সুখ আসবে। তাহলে জীবনে খারাপ

সময়ে পড়তে হবে না। আমরা দুঃটাকে বরন করি না। তাড়ানোর

কাজে লিপ্ত হয়। ফলে সেটা আমাদের জীবনে জড়িয়ে

যেতে থাকে।

- হুমমম..ঠিকই বলেছো তুমি।

(স্যার)

..

ক্লাস শেষ করে বাইরে আসলাম। তখনি নেহা আমার

পাশে এসে হাটতে লাগলো..

- তুমি কোন কলেজে পড়তা এর

আগে?

- কেনো? (আমি)

- তুমি এত সুন্দর করে কথা বলো, অবশ্যই সেই কলেজটা উন্নত

ছিলো। কিন্তু চলে আসলে কেনো? কি

হয়েছিলো?

- কিছু না।

- বুঝেছি, ঐ কলেজের কোনো একটা মেয়েকে

ভালোবাসতা, সে ছাখা দিয়েছে। ফলে কলেজ ছেড়ে

এখানে চলে এসেছো। তাই না?? (নেহা)

- থাপ্পড় চিনো?

- হুমম আগে কত খেয়েছি। গালে।

- আমি দিবো খাবা?

- হুমম দাও না,প্লীজ খাবো..

কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি চলে আসলাম সেখান থেকে।

অন্য সময় হলে থাপ্পড় না এতদিনে খুন করতাম। কিন্তু

আমি তা করবো না আর। আসতে আসতে বের হতে হবে

সেখান থেকে।

.

(পরেরদিন)

ক্লাসে ব্যাগটা রেখে বাইরে এসে বসেছি। একটু পরেই নেহা আসলো পাশে। কিন্তু সে আজ কিছুই বলছে না। চুপচাপ বসে আছে।

- কি হল, আজ কিছু বলছো না যে??

কিছু না বলে সে আমার দিকে রাগি চোখে তাকালো। কিন্তু কেন..? কি করলাম আবার আমি?

- কি হল, এভাবে তাকাচ্ছো কেনো? (আমি)

কিছু না বলেই সে আমার সামনে থেকে চলে গেলো।

আর আমি হাবার মত চেয়ে আছি। কিন্তু আজ তো আমি কিছুই করিনি। না ধাক্কা দিয়েছি। না কাগজ ছুড়েছি। তাহলে এমন করছে কেনো? ধুরর করলে তো

আমার কি? ক্লাসে চলে আসলাম। তবে নেহার দিকে তাকাতেই দেখি সে মাথাটা নিচু করে আছে। অন্যদিন হলে তো সে আমার দিকে তাকাতো। কিন্তু আজ কি হয়েছে ওর। সারাটা ক্লাসে সে ওভাবেই ছিলো। একবারো তাকায়নি আসেপাশে। তবে কি সে জেনে গেলো আমি কে?? কিন্তু কিভাবে জানবে? তখনি ব্যাগে হাত। দিয়ে দেখলাম পিস্তলটা ঠিক আছে নাকি? হুমম সবই তো ঠিক আছে। কিন্তু সে কি জেনে গেলো??

..

আজ তিন দিন হল নেহা কথা বলে না। তাকায় ও না সে আর। যাক ভালোই হল, আমাকে জ্বালানোর বা প্রশ্ন করার মত কেউ নেই। এসব কথা ক্যামপাসে বসে

ভাবছি। ঠিক তখনি নেহা আসলো আমার কাছে।

- আরে তুমি? তো কি মনে করে আবার? (আমি)

-..... (তাকিয়ে থাকলো)

- কি ব্যাপার চুপ কেনো?

একটু এদিক সেদিক তাকিয়ে।। গম্ভীর মুখে সে আমার দিকে। তাকালো। মুখে যতটা সম্ভব। রাগ এনে বললো..

- কে তুমি??

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলাম। সেই সাথে চুপ হয়ে গেলাম।
আবার জিগাস করছে সেই একই প্রশ্ন। চুপ করেই বসে
রইলাম।

- আমি কিছু জিগাস করেছি। কে তুমি??

- আরে কে মানে? আর এসব। প্রশ্নের কোনো উত্তর
থাকে। নাকি?

আমার কথায় সে কোনো ভ্রক্ষেপ না করে আবার প্রশ্ন
করলো..

- তোমার পরিচয় কি? বাসা কোথায় তোমার..?

- নেহা, এসব কি বলছো? আর আমাকে কেনো এসব বলছো
তুমি? আমি বাধ্য নয়..

- তাই নাকি.. তাহলে এটা। কেনো তোমার ব্যাগে
থাকে?। পিছন থেকে নেহার হাত সামনে এনে দেখালো। আর
হাতে যেটা দেখলাম, সেটা দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।
মানে ওর কাছে। এটা দেখবো বলে। কিন্তু সে। এটা পেলো
কোথায়?

- দাও এটা,, এটা তোমার কাছে কেনো?
নেহার হাত থেবে পিস্তলটা। নিয়ে তাড়াতাড়ি কোমরে
গুজলাম। কিন্তু সে পেলো কোথায়??

- তোমরা ব্যাগে এটা
কেনো? (নেহা)

-.....

- কি হল বলো,, আমাকে বলতেই
হবে।

- ক্লাসে যাও।

- বললাম না আমাকে বলো, এটা কেনো তোমার ব্যাগে?
কে তুমি সেটা বলো? কেন তুমি এখানে সব সব বলো আমায়।

- নেহা ক্লাসে যাও।

- যা যা বলছি তার এনস দাও।

না হলে..

- না হলে কি...
- বুঝতে পারছো না??
নেহার দিকে তাকালাম, মন চাচ্ছে এখানেই তাকে। মেরে ফেলি।
কিন্তু না..
- কি হল কি...
- আসলে পিস্তল থাকে। নিজেকে বাচানোর জন্য। (আমি)
- মানে? কেনো??
- মানে আমি মাস্তান, যে। এলাকাতে থাকতাম সেখানকার টপ মাস্তান।
আমি। তাই..
- কেনো..
- আরে কেনো মানে?। মাস্তানি করি তাই মাস্তান।
- কেন মাস্তানি করো? তোমার ফ্যামিলিতে সবাই মাস্তান নাকি?
- হাহাহাহা,, ফ্যামিলি??
- মানে?
- কেউ নাই আমার।
- মানে. তাহলে মাস্তানি করো কেন?
- পরিস্থিতির স্বীকার।
- কি হয়েছিলো?
একটু চুপ থেকে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়লাম। নেহার
দিকে তাকিয়ে পুরোনো স্মৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে লাগলাম।
...
...চলবে....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট

#পার্ট:৬ ও শেষ

#লেখক:Sakib_Nisi

..

..

- সব পরিবারের মত আমাদের পরিবারেও সুখ ছিলো।

ছিলো অনেক কিছুই। আমার যখন ১৪ বছর বয়স তখন আমার মা মারা
যায় ক্যান্সারে। সেদিন খুব কেদেছিলাম আমি। সেদিন বুঝেছিলাম,
মা আসলে কি জিনিস। আব্বু মাকে খুব ভালোবাসতো। আব্বুও
ভেঙে পড়েছিলো খুব। কিন্তু আমি যখন কলেজে উঠলাম।

অর্থাৎ আমার আব্বু আম্মুর মারা যাওয়ার তিন বছর পরই বিয়ে করে
আরেকটা। তিনি ভেবেছিলেন আমি একা করবেনা, মায়ের অভাব
পূরন করবে বলে বিয়ে করেছে।

কিন্তু না সেরকম কিছুই হয়নি। আসলে সৎ রা আপন হয় না কখনই। তিনি
ছিলেন লোভি একজন মহিলা। একদিন কলেজ থেকে ফিরে
দেখি, আমার সৎ মা আব্বুর বেড রুমে অন্য একটি লোকের
সাথে একই বিছানাতে... এসব দেখার পর, নিজেকে কেমন
অসহায় লাগতো। কিছু বলতে গেলেই মারতো
আমাকে তিনি। এমনি একদিন কলেজ থেকে
ফিরে দেখি, সেদিনের সেই লোকটা রুম থেকে বের
হচ্ছে। তার পরেই মা বের হয়,

- কি ব্যাপার মা, লোকটা কে? (আমি)

- কেনো? (মা)

- তোমার রুমে প্রতিদিন সে কি করে?

- মানে?? তোকে বলতে হবে কেনো?

- আমি আব্বুকে সব বলে দিবো।

- ঠাসসস...বেয়াদপ ছেলে, তুই

যদি তোর বাপকে কিছু বলিস সেদিন তোর বাবাসহ
তোকে খুন করবো। যা নিজের কাজ কর।

কথাগুলো চুপচাপ শুনে গেলাম। চোখ দিয়ে পানি পড়তে
লাগলো। তবে একদিন আব্বুকে সব বলি.

- আব্বু ঐ মহিলা ভালো না।

(আমি)

- কে,,?

- সৎ মা,,

- নিলয়, কাউকে সম্মান দিতে শেখোনি? তোমার মা হয়।

- হুমম মা হয়, তবে সৎ মা।

- কি হয়েছে,,

- উনি তোমার অনুপস্থিতিতে বাইরের লোক এনে তোমার
বেডরুমে....

- ঠাসসসস,,বেয়াদপ ছেলে, তুমি কি বলছো এসব...?

সেদিন আকবুর মুখের দিকে কান্না ভরা চোখে তাকিয়ে ছিলাম।

- বিশ্বাস না করলে তুমি দেখে নিও।

এইটুকু বলেই সেদিন চলে আসি

আমু ওনার থেকে। একদিন রাতে ঘুমিয়ে আছি। তখনি চিৎকারে ঘুম
ভেঙ্গে যায়। চিৎকার আসে আকবুদের

রুম থেকে। দৌড়ে সেখানে যেয়ে দেখি। আমার আকবুকে।

সৎ মা আর সেই লোকটি খুন করছে। ছুরি দিয়ে আঘাত করছে
বারবার...

- আকবু....(চিৎকার করে ডাক দিলাম)

- ঐটাকেও ধর (মা)

ওদেরকে ধাক্কা দিয়ে আকবুর কাছে গেলাম। সেদিন। আকবু

বলেছিলো, "নিলয় তুই কোনোদিন রাগের বসে

কিছু করে বসবি না" তার পরেই তিনি মারা যায়,তখনি রাগ উঠে যায়

আমার। খুন আমি সেই লোকটাকে ও

আমার সৎ মাকে। তারপর থেকে আমি পাল্টে যায়। একটা গ্যাং হয়

আমার। যশোরের সবাই, আমাকে

একনামে চিনে। আমাকে ভয় পাই। হয়ে উঠি মাস্তান।

সারা এলাকায় মাস্তানি। করে বেড়াতাম। কিন্তু
আব্দুর কথাটি বারবার মনে পড়তো, তাই এখন ভালো
হওয়ার জন্য এখানে এসে নতুন করে ভর্তি হয়।

..

কিছু না বলেই নেহা সেখান থেকে চলে গেলো। আমি
অবাক হয়ে ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম।
কিন্তু সে কেনো চলে গেল? ক্লাসে বসে আছি। কিন্তু
নেহা আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। তবে সেই তাকানোর মাঝে
আছে, একটা ফোভ, একটা রাগ।
কিন্তু আমি কি করলাম? আমি তো তার কোনো ক্ষতি
করিনি।

- নিলয়, তুমি বলোতো, মানুষ কেন স্বার্থপর হয়? যেখানে বলা
হয়ে থাকে মানুষ মানুষের জন্য? (স্যার)

- স্যার, মানুষ স্বার্থপরতা শেখে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। যদি
কারো সাথে খারাপ কিছু হয়, তো সে সেখান থেকেই
স্বার্থপর হয়ে যায়।

- তাহলে মা বাবা কেনো স্বার্থপর হয় না? (স্যার)

- হাহাহাহা,, স্যার, মা বাবা হল পৃথিবীর সব চাইতে অমূল্য সম্পদ। যার এই
দুটো সম্পদ নেই। মোটেও ধ্বনি না স্যার। আর তারা মোটেও
স্বার্থপর হয় না। কারন,

তাদের মন সন্তানের জন্য সবসময় পবিত্রতায় ভরা
থাকে। সন্তান যত বড়ই ভুল করুক না কেনো, মা বাবার
কাছে সে কিছুই করে নি।। এটাই হল ভালোবাসা স্যার, এটাই হল
সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা। কিন্তু কেনো স্যার, এমন
প্রশ্ন?

- আসলে আমার ছেলেটা আবার ফিরে এসেছে তো
তাই। (স্যার)

কিছু না বলে মুচকি হেসে। বসে পড়লাম। সামনে
তাকিয়েই দেখি, নেহা। নেই। কিন্তু কই গেল সে??
সারা ক্লাসে সে নেই। ক্লাস শেষ করে বাইরে বের
হলাম। কেন জানিনা আজ মনে হচ্ছে এই কলেজে আসা আমার
আজ শেষ দিন। হয়ত আর আসতে
পারবো না। চারিদিক ভালো করে দেখে নিলাম
একবার। ক্যামপাস থেকে বের হওয়ার
আগে সব দিকে চোখটা বুলিয়ে নিলাম। ক্যাম পাস
থেকে বের হয়েই, আমি অবাক..
সামনে দেখি নেহাসদাড়িয়ে আছে। আর তার গায়ে পুলিশের
পোষাক।

(Sakib official Romantic story house)

- নেহা তুমি..?

- অবাক হচ্ছে?? এটা নাও..

(হাত বাড়িয়ে)

হাত বাড়িয়ে সে যা দিলো। সেটা হল আমার সেই
পিস্তলটা। যা আমার ব্যাগেই থাকতো। কিন্তু সে এটা পেলো
কোথায়? তাহলে আমার কাছে কি অন্য একটা??

- কি হল ধরবা না?? (নেহা)

-.....

- খুব খুজেছি তোমায়। তুমি খুব নিখুত মাস্তান ও খুনি। বহু জায়গায়
তোমায় খুজেছি। শেষে তোমাকে এখানে
পেলাম।

-..... (অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম)

- সেদিন ঐ টিজার রা তোমাকে ভাই বলাতেই
সন্দেহ হয় আমার। তারপর থেকেই তোমাকে
ভালোবাসার ফাদে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি পড়োনি।

তবে রোজ দেখতাম তুমি তোমার ব্যাগ থেকে নড়তে না।

সন্দেশটা বাড়ে। আর তোমার পরিচয়হীন স্বভাবে খোজ

নিয়ে জানতে পারি, তুমিই সেই মাস্তান নিলয়।

আর বড় কথা হল, সেদিন তোমায় শুনে ছিলাম ফোনে

কথা বলাটা। শুনে নিয়েছিলাম কাউকে খুন করবে। আর যাকে খুন

করেছিলে, সে হল আমাদের ডিপার্টমেন্ট এর একজন পুলিশ।

তোমার উপর নজরদারি রাখতেই আমি ওকে পার্টিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি

তাকেও মেরে দিলে।

- বাহ বাহ,,তবে আগে কেনো

ধরোনি? কেনো আমার পুরোনো কথাগুলো শোনার

পর ধরলে? আর আমি তো ভালো হতে চেয়েছি।

-.....

- আমাকে ভালোবাসার নাটক করলা..?

- হুমমম..

- প্রমান হয়েই গেল, মেয়েরা আসলেই নিকৃষ্ট।

কথাটি শেষ করে নেহার হাতে থাকা পিস্তলটি

কেড়ে নিলাম। সোজা কপাল বরাবর ধরে যেই নটিগার টানতে

যাবো তখনি পায়ে গুলি করে আমায় কেউ

একজন। পিছনে ঘুরে দেখি ৭ জন পুলিশের মধ্যে কেউ

একজন গুলি করেছে আমার।

..

কিছু মনে নেই আর, যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখি আমি থানার

মধ্যে। বাইরে দাড়িয়ে আছে নেহা।

- তো মি. নিলয়, খুব সমাজের হয়ে লেকচার দেন তাই না? খুব

বুদ্ধিমান ছিলেন তাই না? কিন্তু এখন আর সে সব দিয়ে কাজ নেই।

আপনার ফাসির ব্যবস্থা করছি।

কিছু না বলে চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকালাম। মনে মনে

বলে উঠলাম

- হায়রে মানুষ, ভালো হওয়ার সুযোগটুকু দিলি না। আর তোকে
তো বিশ্বা করেই সব নিজের মুখে বলেছি সব। তারপরও তুই
এমনটা করলি। আসলেই বিশ্বাস নিয়ে

খেলাটা, তোর মত মেয়েদের। কাছে একটা মজার ব্যাপার।।

আমাকে বলে দিলেই তো হত, নিজে এসে ধরা দিতাম তোর
কাছে। চেয়েছিলাম একটা ভালো মানুষ হব আগে। তারপর নিজে
এসে ধরা দিবো। কিন্তু ভালো আর। হতে দিলি না।। তবে এখানেই
শেষ না। আমি। যেভাবেই হোক এখান থেকে। বের হব। বের
হয়েই শুরু করবো আবার মাস্তানি। প্রথম খুন। হবি তুই। বিশ্বাসের
খুন। করলি তুই আমাকে। আর আমি। করবো তোর। দেহের খুন।
একটু জোরে হেসে উঠলাম। হাসিটা ছিলো এক পৈশাচিক হাসি।

...

...

----- (সমাপ্ত) -----

পুলিশ হেফাজতে আছি। গতকাল আদালত থেকে আমার ৭
দিনের রিম্যান্ডের আদেশ দিয়েছে। গতকাল থেকেই টর্চার
শুরু করেছে। কিন্তু যার মনের মাঝে দাবানল জ্বলছে
তার কাছে শারীরিক অত্যাচার কিছুই না। আমি জানি আমাকে এখান
থেকে বের হতেই হবে যেকোন ভাবে। আমার বিরুদ্ধে
কোন প্রমাণ এখনো পুলিশ জোগার করতে পারেনি, আর
পারবেই বা কিভাবে যা করেছি সবাই জানে কিন্তু কেউ নিজের
চোখে কিছুই দেখেনি। টর্চার এর এক পর্যায়ে নেহা এসে
দাড়ালো কারাগারের সামনে। তখন আমার উপর টর্চার বন্ধ করে

পুলিশ গুলো বাইরে চলে গেলো আর নেহা ভেতরে
টুকলো।

- মিঃ নিলয়, এখনো সময় আছে সবকিছু স্বীকার করে নিন।
নাহলে আরো ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।
আমি শুধু হাসছি। কারন আমি জানি নেহাকে একবার বিশ্বাস করে
আজ এই কারাগারে এসেছি, আর ওর কথার প্রলোভনে
পরলে সরাসরি ফাসির মঞ্চে উঠতে হবে। নেহা আমার
হাসিতে বেশ বিব্রত বোধ করলো। ও বুঝতে পারছিলো না
আমি কেনো হাসছি।

- মিঃ নিলয়, আপনি যদি সবকিছু স্বীকার করে নেন তাহলে আমি
আদালতে সুপারিশ করবো আপনার সাজা যেনো কম হয়, আমি
চাইনা আপনার মতো একজন মেধাবি ছেলে ফাসির দড়ি গলায়
পরুক।

- সরি মিস নেহা। আমি কিছুই করিনি, তাই স্বীকার করারো কিছু
নেই। (আমি জানি আমি এখানে যা বলবো তা সবকিছু রেকর্ড
হবে তাই সব কিছু ভেবে চিন্তেই বলতে হবে।)

- কিছুই করেন নি? আপনার সৎ মাকে কে খুন করেছিলো?

- সেটা আমি জানলে আজ আমার যায়গায় সেই লোক এখানে
থাকতো।

- দেখুন একদম চালাকি করবেন না।

- মিস নেহা, আপনার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই, তাহলে
আমার হাতে আপনি নিজেই পিস্তল দিয়ে আমাকে এভাবে
গ্রেপ্তার করলেন কেনো? আমি তো এখানে এসেছিলাম
পড়ালেখা করে মানুষ হওয়ার জন্য। কিন্তু আপনি আমাকে
ফাসিয়ে দিলেন।

- বুঝেছি মিঃ নিলয়। আপনি এভাবে কোন কিছু স্বীকার

করবেন না, ভালবাসা, সম্পর্ক, মনুষ্য নিয়ে আপনি যতই
লেকচার দেন না কেনো আপনার মতো অমানুষেরা নিজেরা
কখনো এসব কিছুর দাম দিতে পারে না।
আমি শুধু হাসছি, এই হাসি বিদ্রূপের হাসি। আর মনে মনে ভাবছি
ভাল হতে চেয়ে যেই ভুল আমি করেছি সেই ভুল আর আমি
আরেকবার করতে চাই না। এই দুনিয়াটা ভালো মানুষের যায়গা না।
নেহা চলে গেলো। ৭ দিন রিমান্ড শেষে আমাকে আবার
আদালতে হাজির করলো। এর মাঝে আমার গ্যাং এর
ছেলেদের কাছে খবর চলে গেছে পুলিশ আমাকে
গ্রেপ্তার করেছে। আদালতে গিয়ে দেখলাম ওরা আমার
জন্য ব্যারেস্টার ঠিক করেছে। আমাকে আদালতে হাজির
করেছে নেহা। আমার পক্ষে ব্যারেস্টার দেখে নেহা
আশ্চর্য হয়ে গেলো, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা
বুঝতে পেরে আবারো নেহার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসলাম।
আদালতের কাজ শুরু হলে পুলিশ আমার বিপক্ষে কোন রকম
সাক্ষী পেশ করতে পারে নি। আমার পক্ষের ব্যারেস্টার
তখন আদালতে আর্জি করলো আমাকে
উদ্দেশ্যপ্রানোদিত ভাবে ইম্পেক্টর নেহা গ্রেপ্তার
করেছে, এবং আমাকে যেই পিস্তল সহ গ্রেপ্তার করেছে
সেটা ইম্পেক্টর নেহাই আমার হাতে দিয়েছিলো সেটা
প্রমান করলো। আদালত আমার জামিন মঞ্জুর করলো, কিন্তু
পুলিশ এর পক্ষ থেকে আমার বিপক্ষে প্রমান যোগার করার
জন্য সময় চাইলো, তাই আদালত আমাকে পরবর্তি তারিখে
পুনরায় হাজিরা দিতে বললো। আদালত থেকে বের হয়ে
আবারো হাজতে যেতে হবে, আদালত থেকে জামিনের
কাগজ হাজতে পৌছালে তবেই আমি ছাড়া পাবো। তাই আদালত

থেকে ফেরার সময় নেহার সাথেই ফিরছিলাম। আমি তখন নেহাকে বললাম।

- মিস নেহা। এই দুনিয়ার নিয়ম কানুন আমি শিখতে চাইনি, আর কেউ আমাকে বলেও দেয়নি। এই দুনিয়া নিজেই আমাকে তার নিয়ম কানুন শিখিয়েছে। তুমি যেই আইনের ক্ষমতায় আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলে সেই আইন তৈরী করে ক্ষমতালীরা। আর ক্ষমতালীরা এমন আইন কখনোই তৈরী করবে না যেই আইনে তারা নিজেরাই বিপদে পরে। এখানে আইন তৈরী করা হয় ক্ষমতালীর ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য। আর আমার মতো মানুষেরাই ওদের ক্ষমতা। তারমানে এখানে আইন তৈরীই হয় আমাদের রক্ষা করার জন্য।

- মিঃ নিলয়। আপনি অনেক বুদ্ধিমান, বুদ্ধির জোরে এবার বেঁচে গেলেও সাজা আপনাকে পেতেই হবে।

- সে না হয় পরে দেখা যাবে? তবে ধন্যবাদ তোমাকে, ভালো হতে চেয়ে যে ভুল আমি করতে যাচ্ছিলাম সেটা ধরিয়ে দেয়ার জন্য, কিন্তু আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।

নেহা আর কোন কথা বলেনি। তারপর হাজত থেকে সেদিন সন্ধ্যায় বের হই। তারপর কেনো যেনো প্রথমেই দেখা করতে চলে যাই সেই স্যারের কাছে। স্যার আমাকে দেখে একটু অবাক হয়।

- নিলয় তুমি? (স্যার)

- স্যার এই শহর ছেড়ে চলে যাবো তাই যাবার আগে একবার আপনার সাথে দেখা করতে আসলাম।

- নিলয় জীবন সম্পর্কে তুমি অনেক বেশি জানো, হয়তো আমার চাইতেও অনেক বেশি। আমি তোমার ব্যাপারে সবকিছু

শুনেছি। আমার বিশ্বাস তুমি ভুল কোনকিছু করবে না। আজ তোমাকে একটা কথা বলি। এই পৃথিবীতে এমন অনেক অন্যায্য হয় যার বিচার আইন করতে পারে না, এদের বিচার করতে তোমার মতো নিলয়ের দরকার হয়। লোকে তোমাকে যতই মাস্তান বলুক আমার বিশ্বাস এই মাস্তানিই একদিন তোমাকে মানুষ এর চাইতেও অনেক উপরে নিয়ে যাবে তোমাকে।

- ধন্যবাদ স্যার। তবে এখানে এসেছিলাম একজন ভালো মানুষ হয়ে বেচে থাকতে কিন্তু এরা আমাকে ভালো মানুষ হয়ে থাকতে দিলো না। আবার মাস্তানি শুরু করবো, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলতে চাই স্যার।

- বলো কি বলতে চাও।

- স্যার আপনার ছাত্রদের পাঠ্যবই যাই পড়ান কিন্তু জীবন সম্পর্কে এইভাবেই বুঝাতে থাকবেন, তাহলে হয়তো আমার মতো আরেকজন নিলয় এর জন্ম হবে না।

- নিলয় আমি হয়তো আমার ছাত্রদের বুঝাতে পারবো, কিন্তু তুমি চাইলে সারা দেশকে বুঝাতে পারবে। আর আমি চাই তুমি সেটা করো, লোকে তোমাকে মাস্তান বললেও আমার জীবনের সেরা ছাত্র হয়েই আজীবন থাকবে তুমি। আর হ্যা আরেকজন কে যেনো তোমার মতো নিলয় না হতে হয় সেই কাজ টা তুমি করবে এটাই তোমার কাছে আমার আশা।

- স্যার আমি মাস্তান নিলয়। আবার ফিরে যাচ্ছি আমার আগের জীবনে জানিনা কি করবো। তবে চেষ্টা করবো আপনার কথা রাখার।

কথা গুলো বলেই বিদায় নিলাম স্যারের কাছ থেকে। আজ থেকে আবার মাস্তান নিলয়ের জীবন শুরু, তবে এই নিলয়

আগের থেকে ভয়ংকর। এবার এই দেশ দেখবে নিলয়ের
মাস্তানি।সবার মুখে একটাই নাম থাম থাকবে মাস্তানি দ্যা গ্রেট...

...

...

চলবে.....

...

...

#মাস্তানি_দ্যা_গ্রেট(সিজন ২)

#পার্ট:১

#লেখক:রহস্য_ঘাতক

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট(সিজন:২)

#পার্ট:২

#লেখক:Sakib_Nisi

...

...

-

যশোর থেকে বাবার কবর জিয়ারত করে আবার ঢাকায় ফিরেছি।
ঢাকায় এসে প্রথমেই নিজের গ্যাংটা ঠিক করা শুরু করলাম। এই
দেশে বিপথে থাকা মেধাবীদের অভাব নেই। আগে
থেকেই জানতাম এখন থেকে প্রতিমুহুর্তে পুলিশের টিকিটিকি
আমার পিছনেই থাকবে, তাই যা করবো সব কিছু বুদ্ধি খাটিয়ে
সাবধানে করতে হবে। প্রথমে একটা থাকার যায়গা লাগবে
যেখান থেকে আমি সবকিছু করতে পারবো। তাই একটা
পরিত্যক্ত গোড়াউন ভাড়া নিলাম ব্যান্ড দল করার কথা বলে।
এবারে ব্যান্ড দলের জন্য প্রয়োজনীয় মিউজিক্যাল
ইন্সট্রুমেন্ট কিনে আনলাম। ভালই হয়েছে সময় কাটানোর

জন্য একটা ভাল রাস্তা পাওয়া গেলো। পরিচিত হলাম রিদয় এর সাথে, রিদয় বাংলাদেশের অনেক বড় একজন হ্যাকার। শুধু হ্যাকার না সাইন্স জিনিয়াস। ওর বাবা বিদেশ প্রবাসী, আর ওর মা অন্য একজন কে বিয়ে করে এখন সেই লোকের সাথেই থাকে। রিদয় কে আমার সাথে থাকতে বললাম। রিদয় এখন আমার গ্রুপের একজন। আমি জানি বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি কতটা দরকার। এবার ঢাকা শহরে শুরু হয়ে গেছে আমার মাস্তানি। কারো কোন যায়গা খালি করা, কাউকে কেস তুলে নিতে বাধ্য করা এই দুইটা আমার প্রধান কাজ। প্রায় প্রতিদিনই দুই একটা কাজ থাকেই। কিন্তু শুধু এসব করে আমি টিকে থাকতে পারবো না। তাই সুযোগের অপেক্ষায় আছি, আমি জানি কোন কাজে সফল হতে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে হয়। আজ একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী এসেছে, গাজীপুর এর কিছু স্থানীয় মাস্তান নাকি তার ৩ টা গার্মেন্টস দখল করে নিয়েছে। তাদের লিডার নাকি মন্টু গুন্ডা। লোকটা নিজেও রাজনীতির সাথে জড়িতো। কিন্তু বিরোধী দলে থাকায় বিপদে আছে। ৫০ লাখ টাকার চুক্তি হলো তার গার্মেন্টস খালি করে দেয়ার জন্য। ২৫ লাখ দিয়ে গেলো আর ২৫ লাখ কাজ শেষে দিবে। সন্ধ্যায় চলে গেলাম গাজীপুর। ঠিকানামতো গার্মেন্টস এ গিয়ে দেখলাম মন্টু সেখানেই আছে, আমাকে দেখেই মন্টু চিনে ফেললো। মন্টুকে গার্মেন্টস ছাড়ার কথা বললাম, কিন্তু মন্টু কথা মানতে চাচ্ছিলো না, আমি অন্যদিকে আমার গ্যাং এর কিছু ছেলেদের আগেই মন্টুর বাড়িতে পার্টিয়েছিলাম। তাই মন্টুকে বললাম আমার কয়েকটা ছেলে তোরা বাড়িতে আছে, এখানে তুই গার্মেন্টস খালি না করলে ওখানে তোরা বাড়ি খালি হয়ে যাবে।

মন্টু ওর স্ত্রীর কাছে কল করে জানতে পারলো আমার
গ্যাং এর কিছু ছেলে ওর বাড়িতে আছে। তখন মন্টু ভয়
পেয়ে আমার কাছে মারু চেয়ে গার্মেন্টস খালি করে
দিলো। এবারে আমার বাকি টাকা নেওয়া লাগবে, কিন্তু
গার্মেন্টস দেখে মাথায় আসলো এই গার্মেন্টস যদি আমার
হয় তাহলে সমাজে আমার অবস্থান একটু বেশি শক্ত হবে।
তাই গার্মেন্টস মালিককে কল করে বাকি টাকা নিয়ে ঢাকা-আরিচা
মহাসড়কের কর্ণতলী নদীর ব্রীজের উপর চলে
আসতে বললাম রাত ১০ টায়। যথারিতী সে রাত ১০ টায় টাকাসহ
চলে আসলো। সে আসলে আমি তাকে বললাম বাকি ২৫ লাখ
টাকা আমার দরকার নাই, বিনিময়ে তার একটা গার্মেন্টস আমাকে
দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে কিছুতেই মানতে চাচ্ছিলো না।
তখন রাগ আমার মাথায় উঠে গেলো একটা গুলি করলাম তার
ডাআন কাধে। সেই চিৎকার করে উঠলো, আমি আবার গুলি
করবো তখন সে ভয় পেয়ে একটা গার্মেন্টস আমাকে
দিয়ে দিতে রাজী হলো। আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে
হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে পুলিশ কিছু জানতে চাইলে
বলবেন মটর সাইকেলে চড়ে ২ জন মুখোশ পরে
আপনাকে গুলি করেছে, তখন আমি দেখতে পেয়ে
আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। লোকটা রাজি হলো। রাজি না
হয়ে উপায় আছে একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি।
লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। যেহেতু গুলি
লেগেছে তাই এটা পুলিশ কেস। ডাক্তার পুলিশ কে ইনফর্ম
করলো। তারপর পুলিশ এর অনুমতি নিয়ে লোকটাকে নিয়ে
অপারেশন থিয়েটারে গেল। অপারেশন শেষ হওয়ার আগেই
পুলিশ চলে আসলো। পুলিশ এসেই রিসিপশনে জিজ্ঞেস

করলো একটু আগে গুলি লাগা রোগী কে নিয়ে
এসেছে, তখন রিসিপশনিস্ট আমাকে দেখিয়ে দিলো। পুলিশটি
আমাকে দেখে কাকে যেনো ফোন করলে তারপর
আমাকে জিজ্ঞাসাদবাদ শুরু করলো।

- আপনিই গুলি লাগা রোগী নিয়ে এসেছেন? (পুলিশ)

- হ্যাঁ। (আমি)

- ঘটনা কোথায় ঘটেছে?

- ঢাকা- আরিচা মহাসড়কের কর্ণতলী নদীর ব্রিজের পাশে।

- আপনি তখন ওখানে কি করছিলেন?

- আমি সাভার গিয়েছিলাম।

- কেনো?

- ঘুরতে।

- বাহ আপনি কোন কাজ ছাড়াই ঘুরতে গেলেন আর ফেরার
সময় আপনার সামনে গোলাগুলি হলো।

- তাহলে আমার সেটা দেখেও না দেখার ভান করে চলে
আসা উচিত ছিলো আর কাল সকালে পত্রিকায় শিরোনাম
দেখতাম “মহাসড়কের উপর খুন, ব্যর্থ পুলিশ”।

- ঠিক আছে। রোগীর জ্ঞান ফেরার আগে আপনি
কোথাও যাবেন না।

কথাটা বলেই পুলিশ টি অপারেশন থিয়েটার এর দিকে গেলো।

আমি অনেশ্বন ধরেই বসে আছি ওয়েটিং রুমে। অপারেশন
শেষ হয়েছে কিন্তু এখনো জ্ঞান ফেরেনি। তবে ডাক্তার
বলেছে কোন ভয় নেই। আমি মনে মনে হাসছি। ভয়
থাকবে কি করে হাতে গুলি লাগলে কিছু হলে তো ভয়
থাকবে। একজন নার্স এসে খবর দিয়ে গেলো রোগীর
জ্ঞান ফিরেছে, আমি তার সাথে দেখা করতে পারি। তাই

কেবিন নাম্বার জেনে নিয়ে তার কেবিনের দিকে গেলাম।
গিয়ে দেখি নেহা সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আমি
দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাহ লোকটি বেশ বুদ্ধিমান, আমি যেটুকু
বলতে বলেছি তার বাইরে একটা কথাও বলছে না। হঠাৎ নেহা
থেয়াল করলো দরজায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। নেহা আমাকে
দেখে বাইরে আসলো।

- মিঃ নিলয়। নিজেকে খুব চালাক ভাবেন তাই না?

আমি শুধু হাসছি। সেই হাসি তাম্বিল্যের হাসি।

- একজন মানুষ, মানুষ মারতে যার হাত কাপে না, একবারো
ভাবতে হয় না সে একজন কে বাঁচিয়ে হাসপাতালে নিয়ে
এসেছে। এর চাইতে বড় নাটক আর কি হতে পারে।

- মিস নেহা। নাটক করো তোমরা। তোমাদের চরিত্র সেই
ছাঁচে বাধা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা আর ছলনা। এগুলো তো
তোমাদের মেয়েদের চিরাচরিত চরিত্র। এসবের আড়ালে
ভালবাসার অভিনয় করো। ও ও ও তুমি তো পুলিশ। হা হা হা
পুলিশইইশ। Protection of life in civil establishment. তোমরা শুধু
পারো রাজনীতিবিদদের চামচামি করতে। আর যখন কেউ
ভালো হয়ে যেতে চায় তখন তাকে গ্রেপ্তার করতে। সব
নাটক তো তোমরাই করো। তোমাদের নাটকের স্ক্রিপ্ট
লেখে রাজনীতিবিদেয়া। আর সেই একই পর্দায় আমার মত
নিলয় রিয়েলিটি শো এর চরিত্র, যা ইচ্ছা তাই করতে পারি।
- লেকচার অনেক ভালো দেন। রাজনীতি করলে অনেক
বড় নেতা হতে পারতেন। কিন্তু আফসোস আপনি একজন
ক্রিমিনাল।

- হা হা হা। ক্রিমিনাল? আমি? যাই হোক ইচ্ছে ছিলো জেল
থেকে বের হয়ে তোমাকে খুন করবো, কিন্তু এখন

দেখছি তোমাকে বাচিয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যৎ কাজ গুলো দেখাতে। Best of luck.

কথাগুলো বলেই হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সোজা চলে আসলাম গোড়াউনে। এসে দেখলাম রিডয় হাসপাতালের আইপি ক্যামেরা গুলো হ্যাক করে নিয়ে সব কিছু দেখছিলো।

বিষয়টা দেখে ভাল লাগলো। রিডয়ের উপর এখন থেকে ভরসা বেড়ে গেলো। রিডয় কে বললাম

- রিডয়, সব চাইতে আধুনিক বোমা কন্ট্রোল সিস্টেম গুলো যেখান থেকে পারো যোগার করো।

- ওকে ভাই। আগামিকাল পেয়ে যাবেন।

- বোমার সার্কিট বানাতে পারবে তো?

- ভাই এমন সার্কিট বানাবো যেনো বাংলাদেশের কেউ বোম ডিফিউজ করতে না পারে।

- ভালো। কিন্তু এই কথা যেনো অন্য কেউ জানতে না পারে। আর গ্যাং এ যারা নতুন আসবে তাদের সবার উপর তুমি নজর রাখবে।

- ভাই সে নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। যে কারো মোবাইল ট্র্যাপ করা আমার ৩০ সেকেন্ড এর কাজ।

- ওড। তাহলে তোমার কাজ করতে থাকো, আমি অন্য দিক গুলো দেখি।

বলেই চলে আসলাম বাইরে। রাত ৩ টা বেজে গেছে। তাই শহরে রাস্তা ফাকা। আমি রাস্তা ধরে হাটছি আর ভাবছি, আমি তো ভালো হয়ে যেতে চেয়েছিলাম, তবে এই দেশের আইন কেনো আমাকে ভালো হতে দিলো না। যাই হোক আর ভালো হতে চাওয়ার ভুল আমি ২য় বার করবো না। এই শহর না, এই দেশটাই এবার আমার কথায় চলবে। এখন শুধু সময়ের

অপেক্ষা।

....

...

চলবে.....

.....

.....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট(সিজন:২)

#পার্ট:৩

#লেখক:Sakib_Nisi

....

...

গার্মেন্টস টা আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে।

কখনো তার কোন সমস্যা হলে আমি দেখবো তাকে কথা

দিয়েছি। আর কেউ তাকে গার্মেন্টস রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার

কারণ জানতে চাইলে সে বলবে আমি তার জীবন বাচিয়েছি

তাই সে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাকে গার্মেন্টস রেজিস্ট্রি

করে দিয়েছে। আজ গার্মেন্টস মালিক সমিতিতে মিটিং আছে।

মিটিং এর কারণ অবশ্য আমি। বর্তমান সমিতির সভাপতি কে হুমকি দিয়েছি পদত্যাগ না করলে তার বেঁচে থাকা হবে না।

আজকের মিটিং এ তিনি পদত্যাগ করবেন এবং সেই সাথে নতুন

সভাপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করবেন। মিটিং শুরু হয়েছে

প্রায় ৩০ মিনিট আগে আমি এখনো যাই নি। আমি জানি আমি না

গেলে মিটিং এর কোন কার্যক্রম শুরু হবে না। আমি যাওয়া

মাত্রই সভাপতি উঠে দাড়ালো। তার দেখাদেখি অন্য সবাই ও

উঠে দাড়ালো। আমি সভাপতিকে বসতে বললাম। সভাপতির

সাথে অন্য সবাইও বসলো। তারপর শুরু হলো মিটিং এর

কার্যক্রম। সভাপতি পদত্যাগ করলো সেই সাথে নতুন সভাপতি

নির্বাচনের তারিখ এর জন্য সবার মতামত চাইলো। আকস্মিক পদত্যাগ এর কারনে সবাই একটু অবাক হয়ে গেলো। কেউ কিছু বলছিলো না। আমি বললাম এ মাসেরই ২৬ তারিখে নির্বাচন হবে। মানে ১২ দিন পর নির্বাচন। এত তারাতারি নির্বাচনের তারিখ কেউ মেনে নিতে চাইছিলো না। তখন বর্তমান সভাপতি বললেন যেহেতু নিলয় ভাই বলেছে ২৬ তারিখ তাই ২৬ তারিখেই নির্বাচন হবে। সভাপতির কথা শুনে সবাই কানাকানি করতে লাগলো। তখন আমি নিজে বললাম “যেহেতু নির্বাচনে একক প্রার্থী থাকবে তাই কাউকে ভোট দিতে আসতে হবে না, তাই নির্বাচনের তারিখ নিয়ে আপনাদের কোন সমস্যা থাকার কথা না”। আমার কথা শেষ করে আমি বাইরে চলে আসলাম। আমি জানি আমার সম্পর্কে জানার পর আর কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে চাইবে না। সেখান থেকে সরাসরি চলে আসলাম আমার অফিসে। এবার অফিস টা পাল্টাতে হবে। কারন গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি হয়ে এরকম একটা গোড়াউনে অফিস বানিয়ে বসে থাকা যাবে না। তাই রিদয় কে বললাম ঢাকা শহরে সবচাইতে ভাল একটা যায়গা দেখতে যেনো অফিস করা যায়। রিদয় সাথে সাথেই google map বের করে বেশ কয়েকটা যায়গা দেখালো। তারপর আমি রিদয় কে বললাম বাড়্যা এর মাইন পয়েন্ট এর সবচাইতে ভালো অফিস করার মত জায়গা গুলো লিস্ট করে রাখতে। রিদয় বললো ঠিক আছে ভাই। আমি বসে আছি গ্যাং এর ছেলেগুলো গান বাজনা করছে। ওদের দেখে মনে হলো ওরা অনেক খুশি। ওদের মুখে খুশির ছাপ দেখলে আমার অনেক ভালো লাগে। আমার গ্যাং এর সবারই একটা করে কষ্টের অতীত আছে। তাই ওদের খুশি দেখলে নিজের কাছেও ভালো লাগে। এই এরাই আমার

জন্য মানুষ খুন করতে পারে। আবার প্রয়োজনে নিজেদের
জীবন ও দিতে পারে। কিন্তু আমি চাইনা এদের কারো
কোন ক্ষতি হোক। আমি সন্ত্রাসী কিন্তু নিজের কাছে
আজ আর অপরাধী হয়ে বেচে থাকতে চাই না। আমি জানি
আমি অন্যায় করছি কিন্তু আজকের এই অন্যায় একদিন এই
দেশটাকেই বদলে দেবে। আমার মোবাইলে রিংটোন
বাজছে। মোবাইল স্ক্রিনে দেখলাম কলেজের সেই স্যার
ফোন করেছে।

- আসসালামু আলাইকুম (আমি)

- ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো নিলয়?

- ভাল আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন?

- আমিও ভালো আছি। তোমাকে একটা কথা বলার জন্য কল
করেছি।

- জ্বি স্যার বলেন।

- আমি তোমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে
ক্লাস না করেই পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি নিয়েছি। আমি চাই তুমি
পরীক্ষা দিয়ে লেখাপড়া শেষ করো।

- স্যার আমার আর লেখাপড়া হবে না। আমি আবার মাস্তান হয়ে
গেছি।

- নিলয় আমি জানি তুমি চাইলেই সব পারবে। তাই বলছি তুমি পরীক্ষা
দিয়ে পড়াটা শেষ করো। ভবিষ্যৎ ও তোমার অনেক কাজে
লাগবে।

- ঠিক আছে স্যার আমি পরীক্ষা দেবো। পরীক্ষার তারিখ কবে?

- আগামী মাসের ২ তারিখ থেকে। তুমি ২৫ তারিখে এসে
প্রবেশপত্র নিয়ে যেও।

- ঠিক আছে স্যার।

- ওকে নিলয় তাহলে এখন রাখি।

- ঠিক আছে স্যার। নিজের খেয়াল রাখবেন। আর যদি কখনো কোন প্রয়োজন হয় আমাকে বলবেন।

- ঠিক আছে ভালো থেকো।

- জ্বি স্যার। আপনিও ভালো থাকবেন।

স্যার এর সাথে কথা বলার সময় ই বাবার কথা মনে পরে গিয়েছে। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো আমার জীবনটা এরকম হতো না। কিন্তু আমাদের দেশে কত ছেলের বাবা মাকে তাদের ছেলে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। ওরাও বুঝতো বাবা-মা কি জিনিস যদি ওদের বাবা-মা না থাকতো। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম সব কিছু গুছিয়ে উঠতে পারলেই একটা বৃদ্ধাশ্রম খুলবো। না একটা না, ২ টা বৃদ্ধাশ্রম খুলবো। কেনো দুইটা বৃদ্ধাশ্রম খুলবো সেটা পরে জানতে পারবেন।

.....

..... চলবে.....

...

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট(সিজন:২)

#পার্ট:৪

#লেখক:নিশির_জামাই

...

...

গার্মেন্টস মালিক সমিতির নির্বাচন হয়ে গেছে। ১ জন আমার বিপক্ষে দাড়িয়েছিলো। কিন্তু তার নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছি। এখন সমাজে আমার আরো একটি পরিচয় আছে। এবার

আইন ও আমাকে ধরতে চাইলে ১০ বার ভাববে। একজন শিল্পপতিকে এত সহজে আইন ধরতে পারে না। বাড়্যা তে নতুন অফিস নিয়েছি। একটা টাওয়ার এর ৩য় তলা সম্পূর্ণ নিয়ে নিয়েছি। এখন এখানেই আমার অফিস। এখন আমার সাথে দেখা করতে অ্যাপয়েনমেন্ট লাগে। বাইরে ইন্সপেক্টর নেহা অপেক্ষা করছে আমার সাথে দেখা করার জন্য। আমার পিএ কে বললাম নেহাকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। নেহা ভেতরে আসলো।

- হেলো মিস নেহা। স্বাগতম। (আমি)

- ধন্যবাদ।

- আরে বসুন। যতই আপনি পুলিশ অফিসার হোন। কয়েকটা দিন হলেও তো আমরা ক্ল্যাসমেট ছিলাম।

- ধন্যবাদ মিঃ নিলয়।

নেহা আমার সামনের চেয়ারে বসেছে।

- তা বলুন মিস নেহা। কি খাবেন, ঠান্ডা নাকি গরম?

- সরি মিঃ নিলয় আপনার এখানে আমি কিছু খেতে আসিনি।

- হা হা হা। জানি আপনি এখানে খেতে আসেন নি। যা বলতে এসেছেন তাই বলুন।

- একটা সন্ত্রাসী। জেল থেকে বের হয়ে ১ মাসের মধ্যে

একটা গার্মেন্টস এর মালিক হয়ে গেলো, তারপর ১ মাস যাওয়ার আগেই গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি হয়ে গেলো। বিষয়টা আজব।

- ও এটাই বলতে এসেছেন? আপনার কাছে এটা আজব, আর আমার কাছে খুব সাধারণ। দেখেন আমি যেটা করে দেখালাম সেটা আপনার কাছে আজব লাগছে।

- কিভাবে একজন রাস্তার মাস্তান এত অল্প সময়ে এত কিছু করে

ফেললো সেটাই জানতে চাইছি।

- জানতে চাইছেন নাকি জিজ্ঞাসাবাদ করছেন?

- মনে করেন জিজ্ঞাসাবাদ ই করতে এসেছি।

- সরি মিস নেহা। আপনার মতো সামান্য একজন ইন্সপেক্টর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন না। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে, প্রথমে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগার করতে হবে। সেটা নিয়ে আপনার অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। তারপর আমার বিরুদ্ধে কেস ফাইল করতে পারবেন। তারপর মন্ত্রীর সুপারিশ লাগবে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। বুঝতে পারছেন মিস নেহা?

- তার মানে আপনি এভাবে কোন কিছুই স্বীকার করবেন না?

- আরেকবার প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করে চেষ্টা করতে পারেন।

- ভদ্র ভাষায় কথা বলেন।

- ও ও ও। ভদ্রতা শেখানোর দায়িত্বটা কবে পেলেন? আর আমি যতদূর জানি কেউ কোন কিছু করলে সেটা বললে অভদ্রতা হয় না। আর যদি তাই হয় তাহলে তারা সবাই অভদ্র যারা আমাকে মাস্তান বলে। আরে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা আমি বলতে পারি না?

- মিঃ নিলয় আপনি অনেক বাড়াবাড়ি করছেন।

এইবার আর নিজের রাগ সংবরন করতে পারলাম।

- ঐ থাম। অনেকে তোর লেকচার শুনছি। এতক্ষণ তোর কথা শুনছিলাম শুধু একটা কারনে আর সেটা হলো তোর সাথে আমার কোন একসময় পরিচয় হয়েছিলো। তা না হলে তোর মতো কোন ইন্সপেক্টরের সাথে কথা বলার মতো সময় আমার নাই। আমার মাথা এখন অনেক গরম হয়ে গেছে এখান থেকে যা।

আর তা না হলে তোর খুনের তদন্ত করতে তোর মত

আরেকজন পুলিশ আমার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

- ঠিক আছে মিঃ নিলয় আমিও আপনাকে দেখে নেবো।

বলেই নেহা চলে গেলো। রাগ আমার চরমে। তাই কিছুক্ষন

নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে রাগ সংবরন করার চেষ্টা করলাম।

বসে আছি অফিসে। এমন সময় রিদয় রুমে আসলো।

- ভাই আগামিকাল কিছু বায়ার আসবে কিছু অর্ডার দিতে। (রিদয়)

- ঠিক আছে কোন সমস্যা নাই। তুমি এই দিকটা সামলাও।

- ভাই আপনি বললে আমি সামলে নেবো। কিন্তু বায়ার দেব যত
অর্ডার আছে তা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না।

- সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। দরকার হলে আরো

২/৩ টা গার্মেন্টস এ কাজ করাবো।

- ওকে ভাই ঠিক আছে, তাহলে আমি সব সামলে নেবো।

- হ্যা এগুলো তুমি সামলাও। আর একটা আজ করো। গার্মেন্টস এ
কিছু আইপি ক্যামেরা লাগানোর ব্যবস্থা করো। আর সকল
শ্রমিকদের ইউনিফর্ম পরা বাধ্যতামূলক করো। সেই সাথে কিছু
সেন্দ্রীল এসি লাগানোর ব্যবস্থা করো।

- ওকে ভাই।

- ঠিক আছে এখন তাহলে যাও।

রিদয় চলে গেলো। আমি ভাবছি ব্যবসা বড় করতে হবে। মাস্তানি
এখন নিজের জন্য করবো। আর এই দেশকে দেখাবো

মাস্তানি কাকে বলে। একটা বায়িং হাউজ খুলতে হবে। আর সেই

সাথে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট এর লাইসেন্স করা লাগবে। কারন

আমার দরকার ক্ষমতা, আর ক্ষমতার জন্য দরকার টাকা।

আজ ২ তারিখ। আজ আমার পরিক্ষা। তাই পরিক্ষা দিতে আসলাম

কলেজে। কলেজে ঢোকার পর সব ছাত্র-ছাত্রী আমার

দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। কেউ যেনো বিশ্বাসই করতে পারছে না এটা আমি। বিশ্বাস করবেই বা কিভাবে, যেদিন প্রথম আমি এই কলেজে আসি সেদিনের আমি আর আজকের আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য। পরিষ্কার হলে ঢুকে দেখলাম নেহা আমার পেছনের সিটে বসেছে। আমাকে দেখে যেনো চমকে উঠলো নেহা। আমি কিছু না বলে আমার সিটে বসে পরলাম। কিছুক্ষন পরেই স্যার খাতা দিলো, তারপর ঘন্টা পরলেই স্যার প্রশ্নপত্র দিলো। আমি কোন কথা না বলে পরীক্ষা দিতে থাকলাম। একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলাম নেহা কি করছে। নেহা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিলো। কিন্তু আমার তাকানো বুঝতে পেরে নেহা আমার দিকে তাকালো। আবারো নেহার চোখে বিস্ময় দেখলাম। কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকলাম নেহার দিকে। নেহাও তাকিয়ে থাকলো। তারপর আবার লেখা শুরু করলাম। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩০ মিনিট আগেই আমার লেখা শেষ হলো। একবার খাতা ভাল করে দেখে জমা দিয়ে বাইরে চলে আসলাম। আমার মনের মাঝে একটা প্রশ্ন উদয় হলো। নেহা পুলিশ অফিসার হয়েও কেনো আইন এ পড়ছে? নেহার অতীত সম্পর্কে একবার খোজ নেয়া দরকার। তা ছাড়া আমি জানতে পারবো না নেহা কেনো আমার পিছনে এভাবে লেগেছে।

তারপর এভাবেই পরীক্ষা গুলো দেয়া শেষ করলাম। নেহার গ্রামের ঠিকানা জানলাম। নেহার জন্ম রাজশাহীতে। আমার সৎ মা এর জন্মস্থান ও ছিলো রাজশাহীতে। কোন রকম সম্পর্ক থাকতেই পারে, তাই বিষয়টা নিয়ে একটু গুরুত্ব দিতেই হলো। ঠিকানাটাও পেয়ে গেলাম। কিন্তু এবার ওখানে না গেলে ওর অতীত সম্পর্কে জানতে পারবো না। একটা প্রবাদ আছে শত্রুকে কখনো ছোট মনে করতে নাই। তাই শত্রুর সম্পর্কে যথেষ্ট

খোজ খবর নেয়া দরকার। তাই রিডয় কে সব কিছু দেখার দায়িত্ব
দিয়ে আমি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

.....

.....

..... চলবে...

..

সতর্কতাঃ গল্পটা শুধুই বিনোদনের জন্যে। কেউ সিরিয়াসলি নিবেন না। আর
সন্ত্রাসী করে জীবন ধ্বংস করা যায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কারন যেকোনো
সময় সন্ত্রাসীরা কুকুরের মতো মারা যেতে পারে। তাদের লাশটা দাপন করার
মতোও সুযোগ থাকবে না। আর থাকলেও মানুষ তার ধাপন কাপন করার
জন্মে এগিয়ে আসবে না। কারন সমাজ তাদের ঘৃণার চোখেই দেখে। যতই ভালো
হোক সে।)

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট(সিজন:২)

#পার্ট:৫

#লেখক:Sakib_Nisi

....

....

রাজশাহীতে একটা আবাসিক হোটেল এ উঠেছি। নেহার বাড়িটা
রাজশাহী কলেজের পাশেই। আমাকে এখানে নেহার
সম্পর্কে খোজ নিতে হবে কিন্তু নিজের পরিচয় প্রকাশ করা
যাবে না। আর নেহার সম্পর্কে খোজ নিতে হলে ওকে খুব
ভালভাবে চেনে এবং ওর সম্পর্কে সবকিছু জানে এরকম
কাউকে খুজে বের করতে হবে। ওদের বাড়ির পাশেই একটা
চায়ের দোকান আছে। আপাতত এখান থেকেই আমাকে যা করার
করতে হবে। আমার প্রথম কাজ নেহার সম্পর্কে ভাল ভাবে
জানো এরকম কাউকে খুজে বের করা। কিন্তু এই শহরে কে

কাকে চেনে সেটা খুজে বের করা এত সহজ না। তাই চায়ের দোকানদার এর সাথেই ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করল। জানতে পারলাম সে এখানে প্রায় ৩ বছর ধরে দোকানদারি করছে। ৩ বছর সে তো অনেক সময়। সে নেহা সম্পর্কে কিছু জানতেও পারে। কিন্তু যদি না জানে তাহলে আমার কাজ তো হবেই না, আবার সমস্যাও হয়ে যেতে পারে। তাই অপেক্ষা করতে থাকলাম তার মুখ থেকে কথা শোনার জন্য। কিন্তু দোকানদার নেহা অথবা নেহার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলে না, সবসময় নিজের কথাই বলে। তো এইবার একটু অন্যরকম বুদ্ধি করলাম।

- আচ্ছা ভাই এই এলাকার আশে পাশে আমি বিয়ে করতে চাই।

আসলে যায়গাটা অনেক ভাল লাগছে। (আমি)

- করেন ভাই। এলাকাটা ভালো।

- কিন্তু আমি তো কাউকে চিনি। আপনি দুই একটা মেয়ে দেখান।

- মাইয়া তো দেখানো যায় ই। কিন্তু আপনি কেমন পরিবারে বিয়ে করবেন সেটা তো জানা লাগবে।

- পরিবার এ তেমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু একটু সাহসী আর সুন্দরি মেয়ে লাগবে। আর অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে

- এইখানে সব মাইয়াই শিক্ষিতো। তবে সাহসী মাইয়া একটা আছে পাশেই বাড়ি পুলিশের চাকরি করে।

- বলেন কি? মেয়ে পুলিশের চাকরি করে?

- হ্যাঁ।

- আচ্ছা মেয়ের পরিবারে কে কে আছে?

- খুব একটা কিছু জানিনা। মেয়েরা ১ ভাই, ১ বোন। মেয়ের ভাই বিদেশ থাকে, আর বাবা মা।

- আর কিছু জানেন না?

- না।

- ওহ। মেয়েটাকে দেখতে হবে।

- ওই মাইয়া তো এখানে থাকে না। চাকরি করে বুঝেন ই তো।

- তা তো ঠিক। কিন্তু বাড়ি আসবে কবে? জানবো কিভাবে?

- বিকালে ওর চাচাতো ভাই এখানে আসবে চা খাইতে তখন পরিচয় করাইয়া দেবো। তারপর জাইনা নিয়েন।

- ওকে ভাই। তাহলে এক কাপ চা আর একটা সিগারেট দেন।

(যদিও আমি সিগারেট টানিনা, তবুও এখানে সিগারেট টানতে হচ্ছে, সময় কাটানোর জন্য আর সবার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য)
দোকানদার চা, সিগারেট দিলো। আমি চা পান করে সিগারেট ধরিয়ে হাটা শুরু করলাম। হোটেল এ গিয়ে আবার বিকেলের আগেই আসা লাগবে।

বিকালে বসে আছি। নেহার চাচাতো ভাই আসলে দোকানদার পরিচয় করিয়ে দিলো। আমিও ওর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে লাগলাম।

নেহার চাচাতো ভাই এর নাম সোহান। সোহান আর নেহা সমবয়সী। আমিও প্রায় সমবয়সী। তাই ঘনিষ্ঠতা ভালই জমে উঠলো। আমি এক সময় জানতে চাইলাম, নেহা পুলিশ হলো কেনো। সোহান তখন বলতে থাকলো।

- আমাদের একটা ফুফি ছিলো। আমরা তখন ছোট। ফুফি একটা ছেলে কে ভালবাসতো। কিন্তু সেই ছেলেদের পরিবারের

সাথে আমাদের পরিবারের ঝামেলা থাকায় তাদের বিয়ে হয়নি। এই দিকে ফুফিও অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। ধীরে ধীরে

ফুফির বয়স বাড়তে থাকে। আর আশে পাশের প্রায় সবাই জানতো ফুফির সম্পর্কের কথা, তাই ফুফিকে আর কেউ বিয়েও করতে

চাইতো না। এরকম ভাবে ৩/৪ বছর কাটার পর ফুফির একটা বিয়ের প্রস্তাব আসে। লোকটা সব কিছু শুনেও ফুফিকে বিয়ে করতে

চাই। লোকটির স্ত্রী মারা গেছিলো। তবুও আমার বাবা-চাচা

ফুফিকে জোড় করে ঐ লোকের সাথে ফুফির বিয়ে দিয়ে দেয়। ফুফি অনেকবার বলেছিলো, বিয়ে দিয়ে লাভ নাই, সেই এই বিয়ে মানে না। কিন্তু আমার বাবা-চাচা ভেবেছিলো বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ দিকে ফুফির বিয়ের পর ফুফির প্রেমিক ফুফির সাথে দেখা করে। আর ওদের সম্পর্ক আবার চলতে থাকে। একদিন ফুফি আর ফুফির প্রেমিক ঠিক করে তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। পালানোর জন্য সব কিছু ঠিক ও করে। কিন্তু পালানোর সময় ফুফির স্বামী দেখে ফেলে। আর তখন ধস্তাধস্তির সময় ফুফির স্বামী মারা যায়। কিন্তু ফুফির একটা সৎ ছেলে ছিলো। ফুফির সৎ ছেলে সব কিছু দেখে ফেলে আর তখন ঐ ছেলে আমার ফুফি কে খুন করে, আর ফুফির প্রেমিক কেও খুন করে। কিন্তু তারপর সেই খুনের কোন বিচার হয় নি। ছেলেটি কয়েক বছর নিখোজ ছিলো। কিন্তু ধীরেধীরে ঐ ছেলে মাস্তান হয়ে যায়। আর ঐ এলাকার সবাই ওকে ভয় করতে থাকে। তাই নেহা ঐ ছেলেকে শাস্তি দেয়ার জন্য পুলিশের চাকরি নেয়।

আমি কি শুনলাম নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তার মানে এ জন্যই আমার উপর নেহার এতো রাগ। যাই হোক সোহান কে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না।

- বলো কি। তোমাদের পরিবারের উপর দিয়ে তো অনেক কিছু হয়ে গেছে।

- হ্যা অনেক কিছুই হয়ে গেছে। কিন্তু দোষ কিছুটা আমাদের পরিবারেরও ছিলো। কিন্তু কথায় আছে না, নিজের দোষ কারো চোখে পরে না।

- হুম। বুঝলাম। আচ্ছা নেহা বাড়ি আসবে কবে?

- ঠিক জানিনা কবে আসবে। ওর সাথে আমার কথা হয় না। আমি ওকে

বলেছিলাম, ফুফির খুন এর পিছনে ফুফির ও দোষ আছে। সেটা নিয়েই ওর সাথে আমার ঝামেলা। তাই ওর সাথে আমার কথা হয় না।

- ওহ। আসলে কি প্রতিশোধ এর আগুন যখন কারো মনে জ্বলে তখন ঠিক ভুলের হিসাব কেউ করে না। নেহার ক্ষেত্রেও এরকমই হয়েছে।

- হ্যা।

- ওকে সোহান অনেক কথা হলো। আমাকে আবার আজই ঢাকায় ফিরতে হবে। ব্যাবসার কিছু কাজ আছে। পরেরবার এসে তোমার সাথে জমিয়ে আড্ডা দেবো।

- ঠিক আছে আবির ভাই। পরের বার আসলে আপনার সাথে জমিয়ে আড্ডা দেবো।

(আমি এখানে আবির পরিচয় দিয়েছিলাম নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য)

রাজশাহীতে আমার কাজ শেষ। এখন বুঝতে পারছি নেহা কেনো আমার পিছনে এভাবে লেগেছে। আমি জানি এই দুনিয়ায় সব কিছুই ঠিক আর সব কিছুই ভুল হয়ে যায় শুধু দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তনে। আমি যেমন কোন ভুল করছি না। যখন ভুল করেছি তখন ও ভেবেছি ভুল করছি না। তেমনি নেহাও ভাবছে ও কোন ভুল করছে না। আসলে কেউ মানতে চায় না যে সে ভুল করছে, যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে সে ভুল করছে।

....

চলবে

.....

.....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট (সিজনঃ২)

#পার্টঃ৬

#লেখকঃSakib_Nisi

....

....

আজ বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। গার্মেন্টস মালিকদের কিছু দাবি নিয়েই যাচ্ছি। আমার গাড়ির পেছনে আরো ৫ টা গাড়ি আছে। আজ আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে। কয়েকদিন আগেও ছিলাম মাস্তান। আর আজ সেই মাস্তান গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি। কিন্তু আমার লক্ষ্য আরো অনেক বড়। আমি সবসময় মাস্তান ই থাকবো কিন্তু এই মাস্তানি দেখবে সারা দেশ। গাড়ি এসে থামলো মন্ত্রীর বাসভবনে। গাড়ি থেকে নেমেই মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে মন্ত্রীর রুমে গেলাম। কয়েকজন এমপি সেখানে বসে ছিলো। আমি যেতেই মন্ত্রীসাহেব আমাকে স্বাগতম জানালো। সাথে সাথে সব এমপি দাঁড়িয়ে পড়লো। সত্যি নিজের কাছে নিজেকে আজ মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আমি হাসিমুখে সবার সাথে কথা বলা শুরু করলাম। তারপর মন্ত্রীমশাই সবাইকে বাইরে যেতে বললেন। সত্যি ভালই লাগছে। কয়েকমাস আগেও এরকম একজন এমপির বাসভবনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি তার কাজ করার জন্য, আর আজ আমার নিজের কাজের জন্য মন্ত্রী বসে আছে।

- নিলয় ভাই। কেমন আছেন? (মন্ত্রী)

- আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন বলেন।

- আপনি থাকতে ভালো না থেকে উপায় আছে?

- আমি আবার আপনার কি করলাম?

- আরে আপনি কি করবেন। আপনার নাম নিলেই তো সমস্যা উধাও হয়ে যায়। আপনার কিছু করা লাগে? আপনার নাম ই যথেষ্ট।

- হুম বুঝলাম। কিন্তু আপনাদের তো বিশ্বাস নেই। কাল আমার যায়গায় অন্য কেউ আসবে আবার তাকেও একই কথা বলবেন।

- কি যে বলেন ভাই। আপনার জন্য সব করতে পারি, শুধু আপনি আমার পাশে থাকবেন।

- হুম পাশে থাকার জন্যই তো কাছে এলাম। আপনি আমার কাজ করে দেন। আপনার সব সমস্যা আমি দেখবো।

- ঠিক আছে এসব নিয়ে আপনার কোন চিন্তা করা লাগবে না। শুধু আমার দিকটা খেয়াল রাখবেন।

- ঠিক আছে মন্ত্রীসাহেব। আজ তাহলে উঠি। গার্মেন্টস মালিকদের কিছু দাবি আছে সেগুলোর কাগজ আপনার পি এ এর কাছে দেয়া আছে।

- আরে নিলয় ভাই। যা দাবি আছে সব পূরন করবো। আর আজ প্রথম বার আমার ঘরে আসলেন, কিছু না খেয়ে গেলে কষ্ট পাবো।

- কোন দিন দাওয়াত দিবেন এসে খেয়ে যাবো। আজ একটু ব্যাস্ত আছি। কিছু মনে করবেন না।

কথাগুলো বলেই উঠলাম চলে আসার জন্য। মন্ত্রীসাহেব নিজে আমাকে এগিয়ে দিলেন গাড়ি পর্যন্ত। তারপর চলে আসলাম সোজা অফিসে। গার্মেন্টস মালিকেরা আমাকে নিয়ে অনেক ভয়ে ছিলো, কিন্তু আমার সাথে মন্ত্রীর ব্যবহার দেখে ওরা সবাই অনেক খুশি। কারন ওদের যেসব দাবি নিয়ে এতদিন ধরে প্রতিবাদ করে আসছিলো আজ ওদের সেসব দাবি পূরন হওয়ার পথে। তাই ওরা সবাই মিলে রাতে একটা পার্টি দিবে বলে আমাকে নিমন্ত্রন করলো।

রাতে পার্টি তে গেলাম কয়েকজন কে সাথে নিয়ে। সেখানে সকল গার্মেন্টস মালিকেরা মিলে আমাকে একটা বাসা উপহার

দিলো। বনানী তে একটা ডুপ্লেক্স বাড়ি। তারপর পার্টি শেষে
অফিসে ফিরলাম। রাত ২ টা বাজলো অফিসে ফিরতে। খুব ক্লান্ত
ছিলাম তাই চেয়ারে বসে কখন ঘুমিয়ে পরলাম নিজেও বুঝতে
পারলাম না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে চোখ মুখে পানির ছিটা
দিয়ে বের হতেই রিডয় বললো আজ কয়েকটা স্যাটেলমেন্ট
এর কেস আছে। তাই রিডয় কে বললাম উকিলকে ফোন করে
অফিসে আসতে বলতে, আর সকল কাগজপত্র আমার টেবিলে
দিয়ে যেতে। এই শহরে এত পরিমান যায়গা জমির কেস আছে
যে এইগুলা কোর্ট এ শেষ করা সম্ভব না। তাই অনেকেই
আসে আমার কাছে। আমি উকিলের কাছ থেকে সবকিছু শুনে
নিয়ে তারপর দুইদল কে বাধ্য করি মিমাংশা করতে। আজকাল আমি
নিজে এসব কাজ করি না, গ্যাং এর ছেলেরা করে। আমি শুধু
দেখাশোনা করি। উকিল এর সাথে কথা বলে গ্যাং এর
ছেলেদের সব কিছু বলে দিয়ে আমি রিডয় কে সাথে নিয়ে
বাসাটা দেখতে গেলাম। বাসাটা অনেক সুন্দর। এখন থেকে
এখানে থাকতে পারবো। তাই রিডয় কে বললাম বাসা সাজাতে যা যা
লাগবে তা কিনে আজ কাল এর মধ্যে যেনো বাসা সাজিয়ে
ফেলে। এর মাঝেই বায়িং হাউজের অফিস থেকে ফোন
আসলো সেখানে পুলিশ ঝামেলা করছে। তাই সেখান থেকে
চলে গেলাম বায়িং হাউজ এর অফিস দেখতে। কিছুদিন আগেই বায়িং
হাউজ এর জন্য অফিস নিয়েছি। ডেকোরেশন এর কাজ শেষ
হলেই বাণিজ্য মন্ত্রীকে নিয়ে এসে উদ্বোধন করে
ফেলবো ভাবছি। বায়িং হাউজের অফিসে এসে দেখলাম
সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আমার বুঝতে বাকি রইলো না এটা
নেহার কাজ। তাই ভেতরে চলে গেলাম। দেখলাম নেহা দাঁড়িয়ে
আছে। আমি জানি আমার উপরে নেহার রাগ কেনো, কিন্তু আমি

চাইনা নেহা বুঝে ফেলুক আমি ওর ব্যাপারে সবকিছু জানি। তাই নেহাকে বললাম।

- মিস নেহা আপনার সমস্যা কি?

- আমার সমস্যা নয়। আপনি এত তারাতারি এত কিছু কিভাবে করলেন সেটা খতিয়ে দেখা আইনের লোকের কাজ।

- মিস নেহা এটা আপনার থানার মধ্যে পরে না।

- সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি এই থানার অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছি।

- বাহ, খুব ভালো। তো খতিয়ে দেখে কি পেলেন?

- আপনার অফিসের কাগজপত্র দেখান তারপর বলছি।

- কিসের অফিস?

- মিঃ নিলয়। আপনি আবারো চালাকি করছেন।

- হাহাহা। আর আপনি বোকামি করছেন।

- কি বলতে চাচ্ছেন?

- দেখেন মিস নেহা। এই অফিস টা আমি ভাড়া নিয়েছি, তাই এটা কেনার টাকা নিয়ে আপনি কোন কেস করতে পারবেন না, আবার অফিস এখনো চালু করিনি তাই আপনি অফিসের লাইসেন্স ও দেখতে চাইতে পারেন না। তাই আপনি এখানে ঝামেলা করে বোকামি পরিচয় দিলেন।

- মিঃ নিলয় আপনি মনে হয় ভুলে গেছেন অতি চালাকের গলায় দড়ি।

- মিস নেহা আপনার সমস্যা টা কোথায় জানেন? আপনি এখনো শুধু বাংলা প্রবচন নিয়েই আছেন, দেশ এগিয়ে গেছে, মানুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর আপনি বাংলাদেশের সীমানার বাইরে বের হতে পারলেন না।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে "Might is right" এর বাংলা প্রবাদ

হচ্ছে "জোড় যার মূলুক তার"।

- মিঃ নিলয় আপনি ভুলে যাচ্ছেন আইনের শক্তির চাইতে বড় শক্তি
নাই।

- না মিস নেহা, আমি ভুলে যাই নাই। আমি কিছুই ভুলি নাই। কিন্তু আপনি
যেই আইনের কথা বলছেন সেই আইন আমার মতো কাউকে
রক্ষা করার জন্যই তৈরী।

- ঠিক আছে আমি দেখে নেবো আপনি কতদিন আইনের হাত
থেকে বাঁচতে পারেন।

- ঠিক আছে আপনি দেখতে থাকেন। আর এবার আপনি আসতে
পারেন।

নেহা বেশা রাগান্বিত হয়ে চলে যেতে লাগলো। তখন আমি ওর
রাগ আরেকটু বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আবার বললাম

- মিস নেহা, পরের বার আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করলে আপনার
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

নেহার রাগ আরো বেড়ে গেলো। নেহা সমস্ত পুলিশ অফিসার

দের নিয়ে চলে গেলো। আমি জানি নেহা ওর সাধের

সর্বোচ্চ চেষ্টা না করা পর্যন্ত থামবে না। আমি চাইলে

নেহাকে বদলি করে দিতে পারি, কিন্তু নেহার ভুল না ভাঙ্গা পর্যন্ত

নেহাকে বদলি করবো না। নেহাকে বুঝালেও বুঝবে না, ও

বুঝবে কেবল তখন যখন ও বুঝতে পারবে আইন সব কিছুর বিচার

করতে পারে না। সব কিছু জানার পরেও প্রমাণ করা যায় না। তাই মাঝে

মাঝে আইন নিজের হাতেও তুলে নিতে হয়।

.....

.....

.... চলবে.....

Sakib official Romantic Story house

June 14 ·

#মাস্তানি_দ্যা_গ্রেট

#পার্ট:৭

#লেখক:Sakib_Nisi

...

...

বাসাটা অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছে সবাই মিলে। এত সুন্দর বাসা দেখে আজ প্রথমে মায়ের কথা মনে পরলো। সাধারণত বাবার কথাই বেশি মনে পরে, কিন্তু আজ মায়ের কথা মনে পরলো। মা বেচে থাকলে হয়তো বাসাটা আরো সুন্দর করে সাজাতো, যেখানে যা লাগবে সেখানে তাই দিতো। হয়তো মা বেঁচে থাকলে আজ বলতো "বাবা ঘরে একটা জিনিস কম আছে, এনে দিবি?" আমি বলতাম বলো মা কি লাগবে "একটা বৌমা লাগবে"। তারপর আমি লজ্জা পেতাম, হয়তো কোন কিছু বলে পাশ কাটাতে চাইতাম। আবার মা বেচে থাকলে এতসব কিছু হতো না, এসব কিছু করার দরকার হতো না। না আমার এখন লজ্জা নাই, কাকে দেখেই বা লজ্জা পাবো, যেকোনো তাকাই সেদিকেই দেখি নির্লজ্জ সবাই।

আনমনে এসব কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ কেউ একজন বলে উঠলো "ভাই এখন শুধু একটা ভাবি লাগবে তাহলেই বাড়িটা পরিপূর্ণ হবে"। কথাটা কানে আসতেই আমি বাস্তবে ফিরে আসলাম। আমি রাগি চোখে ওদের দিকে তাকাতেই সবাই চুপ করে গেলো। আমি শিহাব নামের একজন কে বললাম একজন কাজের বুয়া ঠিক করতে যেনো বাড়ি পরিষ্কার রাখে আর রান্না করতে পারে। শিহাব বললো ঠিক আছে ভাই। আসলে আমি আমার গ্যাং এর সবাইকে জীবন চলার নতুন পথ দেখানোর চেষ্টা করছি, আমি বুঝতে চাইছি খুন করে টাকা উপার্জনের দরকার নাই, তার চাইতেই বেশি টাকা উপার্জন করা যায় বুদ্ধি দিয়ে, কিন্তু সেই রাস্তায় যে বাধা আসবে সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে নিজের শক্তি দিয়ে, আর সেটাই হবে আমাদের মাস্তানি। আর আমি নিজেই ওদের সেই পথে নিয়ে যাবো। আমার দরকার আর একটু সময়।

হঠাৎ রিদয় এসে বললো

- ভাই, বায়িং হাউজের কাগজ পত্র তৈরী হয়ে গেছে। এবারে উদ্বোধন করা যায়।
- ঠিক আছে রিদয়। তুমি উদ্বোধনের আয়োজন করো। আমি মন্ত্রীর সাথে কথা বলে উদ্বোধনের তারিখ ঠিক করছি।

- ভাই মন্ত্রীসাহেব তার পি এ কে দিয়ে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আগামী ১৭ তারিখে উদ্বোধনের আয়োজন করতে বলেছে, তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন।

- বাহ রিদয়, তুমি তো সব কিছুই করে রাখছো। ঠিক আছে, তাহলে আয়োজন করো। আমি একটু সমিতির মিটিং এ যাবো।

- ঠিক আছে ভাই।

আমি সমিতির মিটিং এর উদ্দেশ্যে বের হলাম। রিদয় এর উপর এখন সম্পূর্ণ ভরসা করা যায়। তাই আজকাল ছোটখাটো ব্যাপারে রিদয় ই সিদ্ধান্ত নেয়। আমি মিটিং এ পৌছানোর পর মিটিং এর কার্যক্রম শুরু হলো। মিটিং এর আলোচনার বিষয় শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন। আমি সবকিছু ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত দিলাম শ্রমিকদের বেতন বাড়বে। কিন্তু বাড়তি বেতন শ্রমিকদের সরাসরি দেয়া হবে না। ওদের বাড়তি বেতন সমিতির কোষাগারে জমা হবে এবং সেইটাকা সমিতি থেকে সমিতির সদস্যদের ঋণ দেয়া হবে। একজন শ্রমিক ন্যূনতম ১৫ বছর চাকরি করার পর সে এই টাকা উত্তোলন করতে পারবে, আর এর মাঝে তার মৃত্যু হলে এই টাকা থেকে তার পরিবার প্রতিমাসে ভাতা পাবে অথবা চাইলে একবারে টাকা তুলে নিতে পারবে, এতে করে সমিতির কারো ঋণ এর জন্য ব্যাংক এর কাছে যেতে হবে না, আবার শ্রমিক বার বার গার্মেন্টস পরিবর্তন করতে পারবে না। আমার সিদ্ধান্তে সবাই অনেক খুশি হলো। সেদিনের মিটিং শেষে সবাই আমাকে রাজনীতি শুরু করার জন্য বললো, আমি ভেবে দেখবো বলে মিটিং থেকে বের হলাম।

গাড়িতে করে বাসায় ফিরছি আর ভাবছি রাজনীতি করা ভালো হবে কি না। এমন সময় বাণিজ্য মন্ত্রী আমাকে ফোন করে আমার সাথে দেখা করতে চাইলো। আমি তার কথা শুনে বুঝলাম সে কোন বিপদে পরেছে। তাই তাকে রাত ১০ টায় আমার অফিসে চলে আসতে বললাম। ফোন রেখে ভাবছি কি এমন বিপদ হতে পারে যার জন্য মন্ত্রী মশাই এত বিমর্ষ হতে পারে, কিন্তু কোন হিসাব মেলাতে পারছিলাম না।

রাত ১০ টা অফিসে বসে আছি একা। আমি জানি মন্ত্রী মশাই এমন কোন কথা বলতে চায় যা সবার সামনে বলা সম্ভব না। অফিসে বসেও ভাবছি কি বলতে চায়। এসব ভাবতে ভাবতেই মন্ত্রী আমার রুমে প্রবেশ করলো।

- মন্ত্রী সাহেব বসুন।

- নিলয় ভাই, আমাকে বাচান।

- আরে মন্ত্রী সাহেব আগে তো বসুন। মাথা ঠান্ডা করে বলুন কি হয়েছে।
- আমার ছোট মেয়ের সাথে ভূমি মন্ত্রীর ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, সেই সুবাদে আমার মেয়ের সাথে রাইয়ান মানে ভূমি মন্ত্রীর ছেলের সম্পর্ক হয়।
যেহেতু আমরা অভিভাবকেরা ঠিক করেছিলাম বিয়ে দেবো তাই ওদের সম্পর্কে কোন বাধা দেই নি। কিন্তু প্রায় ৬ মাস আগে রাইয়ান ওর বাবাকে বলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে না। তখন আমার অনেক রাগ হয়েছিলো কিন্তু রাজনীতির স্বার্থে কিছু বলি নাই। কিন্তু এখন রাইয়ান আমার মেয়েকে ব্ল্যাকমেইল করছে, রাইয়ানের কাছে আমার মেয়ের এমন কিছু ভিডিও আছে যেগুলো প্রকাশ হলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। আমার মেয়ে প্রথমে আমাদের কাউকে এসব জানাতে সাহস পায় নি, কিন্তু গতকাল রাতে ও আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলো, ভাগ্যক্রমে ওকে বাঁচাতে পেরেছি পরে ওর মা সব কিছু শুনে আমাকে বললো। এখন আমি পুলিশ এর উপর ও ভরসা করতে পারছি না। আপনি ছাড়া আমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না, তাই আপনার কাছে চলে আসলাম। প্লিজ আপনি আমাকে বাঁচান।
- ঠিক আছে আপনি রাইয়ান এর মোবাইল নাম্বার দিয়ে চলে যান, কি করা যায় আমি দেখছি।

মন্ত্রী মশাই রাইয়ান এর নাম্বার দিয়ে চলে গেলো। আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। যেই রাগ এতদিন ধরে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছিলাম সেই রাগ আবার জ্বলে উঠছে, চরিত্রহীন মানুষের কথা শুনলে আমি এখনো নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারি না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম রাইয়ান কে খুন করে ফেলবো। তাই বাসায় ফিরলাম। আগে আমাকে ভালমতো জানতে হবে রাইয়ান কখন কোথায় যায়, কি করে। তাই রিদয় কে রাইয়ানের নাম্বার দিয়ে ট্র্যাপ করে দিতে বললাম। রাইয়ান নাম্বার ট্র্যাপ করে কম্পিউটারে রেকর্ড চালু করে রাখলো। রাইয়ান এর নাম্বার এর লোকেশন দেখাচ্ছিলো একটা আবাসিক হোটেল এ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম এই হোটেল এই রাইয়ান কে খুন করে ফেলবো। কিন্তু মাথা গরম করে কিছু করা যাবে না, তাই পর্যাণ্ড তথ্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর অন্যদিকে নেটওয়ার্ক হ্যাক করে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত নাম্বারে ফোন করে তাকে বললাম ৩ দিনের মাঝে কাজ হয়ে যাবে। তারপর রিদয়কে বললাম আগামিকাল ঐ হোটেল এর সিসি ক্যামেরা হ্যাক করার ব্যবস্থা করো। রিদয় বললো ঠিক আছে ভাই।

আমি ছাদের উপর পায়চারি করছি আর ভাবছি আমি আর খুন করতে চেয়েছিলাম না, কিন্তু তবুও আবার খুন করতে হবে। না মন্ত্রীর জন্য নয়, নিজের আত্মতৃপ্তির জন্যই খুন করতে হবে। কিন্তু দোষ কি শুধু রাইয়ানের একার? মন্ত্রীর মেয়েও তো দোষী। না শুধু মন্ত্রীর মেয়ে দোষী হবে কেনো, মন্ত্রীও দোষী। না দুই পরিবারের সবাই দোষী। না আসলে বিয়ে হচ্ছে দুইজন ছেলে মেয়ের একত্রে থাকার সামাজিক অনুমতি, এই অনুমতি দেয় দুজনের পরিবার, এবং সেই দুজন। তাহলে তো যখন ওদের বিয়ের কথা দুই পরিবার থেকে মেনে নিয়েছিলো তখন ই বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো। না তা কি করে হয়, তাই যদি হতো তাহলে তো বিয়ের কাবিন, দেনমোহর, কালিমা পড়া এসব কিছু থাকতো না। যত ভাবছি ততই মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। কিন্তু একটা হিসাব বুঝতে পারছি, রাইয়ান যদি বিয়ে করতে রাজী থাকতো তাহলে কোন কিছুই অন্যায় বলে আমার এখন মনে হতো না। অন্য কারো দিক থেকে কোন সমস্যা নাই, সব সমস্যার মূলে রাইয়ান। তাই রাইয়ান কে মরতেই হবে।

রিদয় সিসি ক্যামেরা হ্যাক করে সব কিছু দেখিয়েছে। এই হোটেল অনেক সিকিউর হলেও একটা দুর্বলতা আছে। আর সেটা হলো এই হোটেল এর জানালায় শুধু কাঁচ আছে, কোন গ্রিল নাই। তাই এই জানালা দিয়ে ঢুকে খুন করে সবার চোখের আড়ালেই আবার বের হয়ে আসা যাবে।

রাত ২ টা বাজে। চারিদিকে শুনশান নিরবতা। শুধু মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। আমি মুখে মুখোশ পরে জানালার কার্নিশ ধরে ধরে তিনতলায় উঠে আসলাম। জানালার গ্লাস কিছুটা খোলাই ছিলো। দেখলাম রুমের মাঝে রাইয়ান আর একটা মেয়ে শুয়ে আছে। দুজনে কস্বলের নিচে শুয়ে আছে, বাইরে থেকে দেখেও বোঝা যাচ্ছে কস্বলের নিচে দুইটা নগ্ন দেহ শুয়ে আছে। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলো। জানালার দেয়ালের উপর ক্লোরোফর্ম এর বোতল রাখলাম। ধীরেধীরে ক্লোরোফর্ম এর গ্যাস ভিতরে যেতে থাকলো। আমি ১৫ মিনিট অপেক্ষা করলাম ওদের দুজনের সম্পূর্ণ অজ্ঞান হওয়ার জন্য। তারপর জানালার কাচ সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই জানতে ইচ্ছে হলো মেয়েটি কে। পাশে রাখা দুটো মোবাইল হাতে নিলাম। একটি মোবাইল রাইয়ান এর সেটা বুঝতে পারলাম। অপরটি এই মেয়েরই হবে, মেয়ের মোবাইল হাতে নিয়ে গ্যালারি খুলতেই দেখলাম মেয়েটির বিয়ের ফটো। আমার রাগ এবার সমস্ত

নিয়ন্ত্রন এর বাইরে চলে আসলো। এই মেয়ের মাঝে আমার সৎ মায়ের ছায়া দেখতে পেলাম। তাই মেয়েটির এবং রাইয়ান এর হাত পা বাধলাম যেনো ছোটোছুটি করতে না পারে। তারপর দুজনকেই জবাই করে ফেললাম। দুজনকে জবাই করার পর রাইয়ানের মোবাইলটা নিয়ে ওখান থেকে বের হয়ে চলে আসলাম। আজ আবার সেই মাস্তানি জীবনের শুরুর দিনের কথা মনে পরে গেলো। তবুও খুন করার পর নিজের কাছে অনেক শান্তি লাগছে। কারন আমি আজ দুই নরপশুকে শাস্তি দিয়েছি, যারা মানুষের রুপে একেকটা জানোয়ার। হ্যা সব চরিত্রহীনরাই আমার কাছে জানোয়ার, এরকম হাজারো খুনের অপরাধে কয়েক লক্ষ বার ফাসির দড়িতে ঝুলতেও আমার কোন আপত্তি নাই।

...

....

...চলবে.....

...

....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট(সিজন:২)

#পার্ট:৮

...

...

সকালে ঘুম থেকে উঠে অপেক্ষা করছি কারো কাছ থেকে রাইয়ান এর মৃত্যুর খবর শোনার জন্য। আজ মনের মাঝে একটা মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে, মাঝে মাঝে খুব ভালো লাগছে আবার মাঝে মাঝে নিজের উপর রাগ হচ্ছে। জানিনা কেনো নিজের উপর রাগ হচ্ছে। এমন সময় বাণিজ্য মন্ত্রীর কল আসলো মোবাইলে। এটা বাণিজ্য মন্ত্রীর একটা গোপন সিমের নাম্বার। আর কলটাও এসেছে আমার গোপন নাম্বারে। আমি নিজের নিরাপত্তার জন্যই গোপন সিমের ব্যবস্থা করেছি। মন্ত্রী ফোন এ আমাকে শুধু ধন্যবাদ জানালো। আমি আর কিছু বললাম না। ফোন রেখে দিলাম। পত্রিকায় খবর খুজতে লাগলাম কিন্তু পেলাম না। হয়তো খুনের কথা লোকে জানাজানির আগেই পত্রিকা ছাপা হয়ে

গিয়েছিলো। তাই টিভি অন করে নিউজ চ্যানেল এ দিতেই রাইয়ান খুনের লাইভ কভারেজ দেখতে পেলাম। কিছুক্ষন পরেই পুলিশ এর পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করবে। আমিও এটাই দেখার অপেক্ষায় আছি। ততক্ষনে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। শুরু হলো পুলিশের প্রেস কনফারেন্স। পুলিশ এর পক্ষ থেকে কথা বলছে ঢাকা মহানগর পুলিশ এর IGP। তিনি বলতে শুরু করলেন

- আমরা সকাল ৭ টার দিকে হোটেল থেকে ফোন পেয়ে এখানে চলে আসি। এখানে এসে দেখি ভূমি মন্ত্রীর ছেলে খুন হয়েছে। তার পাশে আরেকটি মেয়ের ও লাশ পাই। দুজনেরই হাত-পা বেধে গলা কেটে খুন করা হয়েছে। দুজনেই নগ্ন অবস্থায় ছিলো। তবে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। আমাদের প্রাথমিক ধারণা, কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে এই খুন করা হয়েছে। এটা একটা প্রি-প্ল্যানড মার্ডার। খুনি অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে। আমরা হোটেল রুম সম্পূর্ণ খুজেও খুনের কোন আলামত পাই নি। আমাদের ধারণা খুনি জানালা দিয়ে এসে খুন করে আবার জানালা দিয়েই চলে গেছে। কোথাও কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায় নি, রাইয়ান এর মোবাইলটি পাওয়া যায় নি, আমাদের ধারণা রাইয়ানের মোবাইলটি খুনি নিয়ে গেছে। রাইয়ান এর সাথে খুন হওয়া মেয়েটির মোবাইল থেকে পরিবারের নাম্বার এ যোগাযোগ করে জানতে পারি মেয়েটির নাম সাবিহা, বাড়ি বগুড়ায়, ঢাকা তে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তে BBA করছে, এবং মেয়েটি বিবাহিতা। আপাতত আমরা রাইয়ান এর সাথে মেয়েটির সম্পর্কের ব্যাপারে কোন তথ্য পাইনি। তবে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা যেটা আমাদের অবাক করেছে। মেয়েটিকে গলা কেটে হত্যা করার পরও মেয়েটির পেটে বেশ কয়েকবার ছুড়ি মারা হয়েছে। তাই আমাদের প্রাথমিক ধারণা মেয়েটির উপর প্রতিশোধ বা, মেয়েটিকে খুন করাই খুনির আসল উদ্দেশ্য ছিলো। এর বেশি কিছু আপাততো আমরা জানি না। লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেই সাথে হোটেল রুমটা ফরেনসিক টেস্ট করা হচ্ছে। আমরা যতদ্রুত সম্ভব এই কেস এর রহস্য ভেদ করে খুনি কে গ্রেপ্তার করবো। এবারে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, এসপি ইভান খন্দকার আপনাদের

প্রশ্নের উত্তর দিবে।

কথাগুলো বলেই DIG. সেখান থেকে চলে গেলো। এই প্রথম আমার করা খুনের খবর এভাবে প্রচার হচ্ছে। বিভিন্ন সাংবাদিক বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করছে। সাংবাদিকদের ধারণা হয় খুন হওয়া মেয়ের স্বামী অথবা প্রেমিক এই খুনটি করেছে। সেই সাথে রাইয়ান এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করছে অনেক সাংবাদিক। সত্যি এদেশের সাংবাদিকেরা পারেও। এতদিন কোথায় ছিলো এসব সাংবাদিক? যাই হোক এসব নিয়ে আমার বেশি মাথা ঘামানো ঠিক না। কারন অনেক এরকম অনেক কেস আছে যেখানে খুনের সময় অপরাধী কোন আলামত না রাখলেও পরে ধরা খেয়েছে ঘটনা নিয়ে বেশি চিন্তা করতে গিয়ে। তাই আমার এসব নিয়ে আর না ভাবাই ভালো। আমি টিভি বন্ধ করে অফিসে চলে গেলাম। ৫/৬ দিন পরের ঘটনা। বাণিজ্যমন্ত্রীর বাড়ি গিয়েছি ডিনারের নিমন্ত্রনে। শুধু মাত্র বাণিজ্যমন্ত্রীই জানে তার জন্য আমি কি করেছি। কিন্তু সে কথা কেউ তুলিনি। কারন করে ফেলা কর্ম নিয়ে কথা না বলাই ভালো। বাণিজ্যমন্ত্রী কে বললাম আমি রাজনীতি তে যোগ দিতে চাই। মন্ত্রী অনেক খুশি হলো। সে আমাকে জানালো আমার রাজনীতিতে যোগ দেয়ার জন্য একটা বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, কিন্তু তার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কারন আমি এখন রাজনীতিতে যোগ দিলে রাইয়ান খুনের সন্দেহ আমার উপর আসতে পারে। তাই আমিও ভেবে দেখলাম পরিস্থিতি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমার রাজনীতিতে যোগ না দেয়াই ভালো। কিন্তু বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্কের সূচনা দেখানোর জন্য একটা কিছু করা দরকার। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম মন্ত্রীকে একটা গাড়ি উপহার দেবো, যাতে সবাই ভাবে মন্ত্রীকে গাড়ি উপহার দিয়ে আমি মন্ত্রীর কাছাকাছি এসেছি। এতে করে আমার লাভ অনেক বেশি। সেদিনের মতো বাসায় চলে আসলাম।

আজ আমার বায়িং হাউজের উদ্বোধন। বাণিজ্যমন্ত্রী এসেছে, সেই সাথে বাংলাদেশের সব বড় বড় ব্যাবসায়ী। উদ্বোধন শেষে রাতে পার্টির আয়োজন করেছিলাম। সেই পার্টিতে মন্ত্রীকে গাড়ি উপহার দিলাম। পার্টি শেষে বাসায় ফিরে

আসলাম। রাত প্রায় ২ টা বাজে। আমি শুয়ে আছি আর ভাবছি এর পর কি করবো। এমন সময় নেহার ফোন আসলো। তাই ফোন রিসিভ করলাম।

- হেলো মিস নেহা কেমন আছেন?

- হুম ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

- ভালো না থাকার তো কোন কারন নাই।

- কিন্তু আমি জানি সুখী মানুষ রাতে ঘুমায়। তাহলে আপনি জেগে আছেন কেনো?

- ভাবছিলাম কিছু।

- নিজের অতীত ভাবছিলেন? খারাপ কাজ এর অতীত কখনো কোন মানুষকে শান্তিতে ঘুমাতে দেয় না।

- দেখেন মিস নেহা। ভাবছিলাম বলেছি, কি ভাবছিলাম তা বলিনি। আমি অতীত ভাবি না, কারন যে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে তার অতীত নিয়ে ভাবতে হয় না। অতীত নিয়ে তো তারা ভাবে যারা ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে।

- বাহ। আপনার বক্তৃতা শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু আফসোস আপনি একজন ক্রিমিনাল।

- হাহাহা। মিস নেহা কেউ ক্রিমিনাল না। দৃষ্টিভঙ্গি বদলান বুঝতে পারবেন। একই পৃথিবীতে আমরা আছি, অথচ এখন এখানে রাত, আর আমেরিকাতে এখন দিন। তাহলে আপনি বলুনতো পৃথিবীতে এখন রাত নাকি দিন?

- আপনার সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

বলেই নেহা ফোন কেটে দিলো। হাহাহা। আমি জানি নেহার কাছে উত্তর নাই তাই নেহা কেটে দিলো। কিন্তু এত রাতে নেহা আমাকে ফোন করেছিলো কেনো? কেনো ফোন করেছিলো সেটা ওর কথা থেকে পরিস্কার না। না কোন যৌক্তিক উত্তর খুজে পাচ্ছি না। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পরলাম।

....

...

....চলবে.....

.....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট(সিজনঃ২)

#পার্টঃ৯

...

...

অফিসে বসে আছি। ব্যস্ততা অনেক বেশি। কয়েকজন বায়ার এসেছে, রিদয় গেছে বায়িং হাউজে। এদিকে স্যাটেলমেন্ট এর কয়েকটা কেস আছে, সেগুলো উকিলের সাথে আলোচনা করে গ্যাং এর অন্য ছেলেদের বুঝিয়ে দিয়েছি কি করতে হবে। আপাততো ১ ঘন্টার জন্য ফ্রি আছি, তাই পত্রিকা হাতে নিয়ে খবর গুলোতে চোখ বুলাচ্ছি, হঠাৎ চোখ পরলো রাইয়ান হত্যাকাণ্ডের খবরে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট বের হয়েছে। ময়না তদন্তে দেখা গেছে খুনের আগে রাইয়ান এবং মেয়েটিকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অগুস্তান করে খুব করা হয়েছে। মেয়েটির সাথে রাইয়ানের দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিলো খুন হওয়ার ২ ঘন্টা আগে। পরে হোটেল এর চেক-ইন বই থেকে রাইয়ান এর সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়ের হোটেল এ যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। কোথাও কোন আলামত না পাওয়ায় তদন্ত বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এদিকে পুলিশের দাবি কোন মেয়ের প্রেমিক/স্বামী এই খুনটা করেছে। তবে যেই মেয়ে হোটেল এ খুন হয়েছে তার স্বামীর উপর তদন্ত করে দেখা গেছে সে কিছু করেনি।

খবর পড়ে বুঝলাম আমার উপর সন্দেহ আসবে না। টেবিলের উপর রাখা ইংরেজি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দেখলাম প্রথম পাতাতেই একটা শিরোনাম "Perfect crime exists" সেখানে বিস্তারিত পড়ে দেখলাম রাইয়ান খুনের মামলায় পুলিশ এই খুনের তদন্তে একদম দিশেহারা, এটা তাদের কাছে অসম্ভব একটা কেস হয়ে দাড়িয়েছে। মনে মনে হাসছি।

- হেলো মিঃ নিলয়।

নেহার কন্ঠস্বর শুনে সামনে তাকালাম। দেখলাম নেহা দাঁড়িয়ে আছে।

- মিস নেহা, আমার এখানে কি মনে করে?

- ভাবলাম আপনার সাথে অনেকদিন দেখা হয় না, তাই একটু সামনাসামনি তর্ক করতে চলে আসলাম।

- তা তো বুঝলাম, তো বসে তর্ক করেন। দাঁড়িয়ে তর্ক করা কেমন যেনো দেখায়।

নেহা বসলো আমার সামনের চেয়ারে।

- তা পত্রিকা পড়ছেন দেখছি।

- হ্যা, ঐ যে বাণিজ্য মন্ত্রীর ছেলে খুন হয়েছিলো, সেটা পড়ছি।

- আচ্ছা মিঃ নিলয় কোনভাবে এই খুনটা আপনি করেন নি তো?

- আপনি চাইলে বলতে পারেন।

- না আমি চাইলে বলতে পারি না, আমি জানি আপনি খুন করেছেন এটা যদি আপনি নিজের মুখেও স্বীকার করেন তবুও আমি প্রমান করতে পারবো না। তবে এরকম পার্ফেক্ট ক্রাইম আপনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে বলে বিশ্বাস হয় না।

- বাহ, তাহলে এক কাজ করুন। আমার নাম গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড এ লিখে দেন পার্ফেক্ট ক্রিমিনাল হিসেবে।

- বাহ রে কি ভুল বললাম? আপনি আমার কাছে কলেজে সব স্বীকার করলেন, তারপর সাক্ষ্যপ্রমাণ খুজতে গিয়ে কিছুই পেলাম না। তাই আপনি আমাকে বললেও আমি যে কিছুই প্রমান করতে পারবো না সেটা তো জানেন ই।

- মিস নেহা। আমি কোন ক্রিমিনাল না। আমি শুধু সেটাই করে দেখাচ্ছি যেটা মানুষের কাছে অসম্ভব মনে হয়। যেটা আপনাদের আইন করতে বছরের পর বছর সময় লাগায়।

- হুম। আর লেকচার দেয়া লাগবে না। চলেন আপনার সাথে কফিশপে বসে এক কাপ কফি খাবো।

- সরি মাফ করবেন। আপনার সাথে কফি খেতে গেলে দেখবো আমি ১৪ শিকের ভেতরে।

- আচ্ছা আপনার কি আমাকে পুলিশ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না?

- হ্যা, অনেক ভালো অভিনেত্রী।

- আপনিও অনেক বড় অভিনেতা।

- হুম তা আমি অস্কার পাচ্ছি কবে?

- মাস্তানি বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করা শুরু করেন প্রথম সিনেমাতেই পেয়ে যাবেন।

- বাহ কিন্তু আমি মাস্তানি বাদ দিলে কি করে চলবে বলুন তো? আমার গ্রুপের ৫০/৬০ জন ছেলে, বড় বড় ব্যাবসায়ী। এরা চলবে কিভাবে?

- আচ্ছা ঠিক আছে আপনি মাস্তানি করেন। আমি একটু থানায় গিয়ে পুলিশগিরি

করি।

- বাহ। ভালোই।

- ওকে বাই। পরে আবার কোন একসময় দেখা হবে।

- ওকে বাই। দেখেশুনে যাবেন।

নেহা চলে গেলো। আমি জানি এই মেয়ে কোন সুযোগ পেলেই আমাকে ফাসির দড়িতে ঝুলাবে। হয়তো আমার সাথে কথা বলার সময় আমাদের কথোপকথন রেকর্ড করেছে। কেউ একবার প্রতারণা করার পরেও তার সাথে ভালভাবে কথা বলার মানে এই না যে তাকে আমি আবার বিশ্বাস করবো। যাই হোক একটু গার্মেন্টস দেখতে যাবো। তাই গাড়ি নিয়ে বের হলাম। রাস্তায় রিডয় এর সাথে কথা বলে জেনে নিলাম বায়িং হাউজে কি অবস্থা। রিডয় জানালো অর্ডার পেয়ে গেছি, তাই নিশ্চিত হয়ে গার্মেন্টস এ চলে গেলাম। আজ প্রথমবার গার্মেন্টস এর সকল শ্রমিকের সাথে দেখা করবো। তাই গার্মেন্টস এ ফোন করে বলে দিলাম গার্মেন্টস এর সকল শ্রমিকের জন্য দুপুরের খাবার যেনো প্যাকেট করে নিয়ে আসে। গার্মেন্টস এ পৌছানোর পর দেখলাম সকল শ্রমিক মিলে আমাকে বরন করার আয়োজন করেছে। আমি সবাইকে বললাম কাজে যেতে। সবাই কাজে চলে গেলো। আমি গার্মেন্টস এর অফিস রুমে গিয়ে কেমন কাজ কর্ম চলছে তার খোজ খবর নিলাম। একটু কাগজপত্রে হিসাব দেখলাম। এর মধ্যে শ্রমিকদের জন্য খাবার নিয়ে চলে এসেছে। তাই আমি খাবার সাথে নিয়ে শ্রমিকদের সাথে দেখা করতে চলে গেলাম। সবার কাজ দেখছিলাম। হঠাৎ একজনের উপর চোখ আটকে গেলো। লোকটির বয়স ৭০ এর বেশি হবে। সে এই বয়সেও কাজ করছে। আমি সাথে সাথে ম্যানেজার কে ডাকলাম। ম্যানেজার কে লোকটির কথা বলতে ম্যানেজার বললো, সে জয়েন করার আগে থেকেই লোকটি এই গার্মেন্টস এ কাজ করছে। লোকটিকে বাদ দিতে চাইলে লোকটি পা ধরে কান্না শুরু করে তাই তাকে বাদ দিতে পারে নি। আমি ম্যানেজার কে বললাম এখানে সবার সাথে দেখা করা শেষে লোকটিকে অফিসে নিয়ে গিয়ে আমার সাথে কথা বলাতে। ম্যানেজার কিছুটা ভয় পেয়ে বললো ঠিক আছে। আমি সবার সাথে দেখা করে খাবার এর প্যাকেট সবাইকে নিজের হাতে দিলাম। তারপর অফিস রুমে ঢুকে দেখলাম লোকটি বসে আছে। লোকটিকে বেশ ভীত মনে হলো।

- দাদ মিয়া আপনার নাম কি? (আমি জিজ্ঞাসা করলাম)

- ছার আমার নাম আক্বাছ আলী।

- আপনার ছেলে মেয়ে নাই?

- আছে

লোকটি বেশ মন খারাপ করে উত্তর দিলো।

-তো দাদা মিয়া আপনার কয় ছেলে মেয়ে?

- দুইটা ছেলে।

- তারা কি করে?

- একটা ছেলে গার্মেন্টস এ চাকরি করে, আরেকটা ছেলে গ্রামে দোকানদারী করে।

- আপনার ছেলেরা আপনাকে ভাত-কাপড় দেয় না?

লোকটা কিছু বলতে পারছিলো না। আমি বুঝতে পারলাম তার ছেলেরা তাকে ভাত-কাপড় দিলে তার এই বয়সে এখানে কাজ করতে হতো না। তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম।

- আপনার স্ত্রী বেঁচে আছে?

- হ্যাঁ ছাড়া, বাইচা আছে।

- আপনার স্ত্রী কোথায়?

- ঐ পাশে একটা বস্তি আছে, ঐখানে একটা ঘর ভাড়া করে আমি আর আমার বউ থাকি।

- ওহ। দাদা মিয়া চলেন আমি আপনার স্ত্রীর সাথে দেখা করবো।

লোকটি কিছু বুঝতে পারছিলো না। আমি তাকে অভয় দিয়ে তার সাথে সেই বস্তিতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তার স্ত্রী ঘরের বাইরে মাটিতে বসে আছে।

বুঝলাম শুধু পেটের জ্বালায় এই বয়সে এই দুজন মানুষ এইখানে পরে আছে। আমি তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, আগে তার ২ ছেলে নিয়ে এখানেই থাকতো। বড় ছেলে গার্মেন্টস এই কাজ করতো, তারপর গার্মেন্টস এ কাজ করা আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করে আলাদা যায়গায় চলে যায়। তারপর ছোট ছেলে গার্মেন্টস এ চাকরি করা শুরু করে। ২ বছর পর সে গ্রামে চলে যায় সেখানে গিয়ে বিয়ে করে এখন দোকানদারী করে। কিছুদিন ছেলেদের কাছে গিয়েছিলো কিন্তু ছেলেদের খারাপ ব্যবহার এ আবার এখানে চলে এসেছে। তাদের কথা শুনে আমার কান্না চলে আসছিলো। আর তাদের ২ ছেলের কথা মনে পরতেই আমার মাথায় রাগ উঠে গেলো। ইচ্ছে করছিলো তখনই ঐ ২ ছেলেকে খুন করে ফেলি। নিজের রাগ সংবরন করলাম। তারপর তাদের কে আমার বাসায় নিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু তারা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলো না। তখন তাদের বললাম

আমার বাবা মা নাই। তখন তারা আমার সাথে যেতে রাজি হলো। আমি তাদের নিয়ে বাসায় চলে আসলাম। বাসায় নিয়ে এসে তাদের ২ জন কে বললাম আজ থেকে এটা তাদের বাড়ি। বাড়িতে কাজের লোক থাকবে, যা করার দরকার সব কাজের লোক করবে, তারা শুধু হুকুম করবে। এই কথা শোনার পর বুড়ো-বুড়ির চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। আমি তাদের কে বললাম আজ থেকে তাদের আমি দাদা দাদি বলে ডাকবো। তখন তাদের কান্না দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। নিজের অজান্তেই কখন যে আমার চোখে জল জমেছে খেয়াল করিনি। খেয়াল করতেই সেখান থেকে চলে আসলাম। আমি তো একজন মাস্তান। আমার মনে তো দয়া, মায়া-মমতা থাকার কথা না। আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিলো না। তাই বাড়ির ছাদে বসেই সময় কাটিয়ে দিলাম। রাতে আমার বাড়িতেই গ্যাং এর ৬/৭ জন থাকে। রিদয় আর ঐ ৬/৭ জন আসতেই ওদের সাথে দাদা-দাদীর পরিচয় করিয়ে দিলাম। দেখলাম ওরাও সবাই অনেক খুশি। আসলে ওদের ও আমার মত পরিবারের কেউ নাই। রিদয় আমাকে কিছু না বলেই কোথায় যেনো চলে গেলো। রাত ১ টার দিকে ফিরে আসলো। দেখলাম ওর হাতে শপিং ব্যাগ। আমার কাছে জানতে চাইলো দাদা-দাদী কোথায়। আমি বললাম ঘুমিয়েছে। তখন রিদয় আমাকে বললো চলেন ভাই "জীবনে নিজের দাদা-দাদীর জন্য তো কিছু কিনতে পারি নাই, দাদা-দাদী যখন পেয়েছি তখন তাদের রাজা-রাণীর হালেই রাখবো"। রিদয় আমাকে সহ ঐ ৭ জনকে নিয়ে দাদা-দাদীর রুমে গিয়ে তাদের ডেকে তুললো। তারপর আমার হাত দিয়ে তাদের জন্য আনা নতুন পোশাক দেয়ালো। তখন আবাবো দাদা-দাদীর চোখে জল দেখতে পেলাম। এবার রিদয়ও কান্না শুরু করলো ফুফিয়ে। আমি বুঝতে পারলাম ওখানে থাকলে আমিও আমার চোখের জল আটকাতে পারবো না, তাই আমি সেখান থেকে চলে এসে নিজের রুমে বেলকুনিতে দাড়ালাম। বেলকুনি তে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন রিদয়ের গলা শুনতে পেলাম।

- ভাই। একটা কথা বলবো?

- হ্যা বলো রিদয়।

- আপনার সাথে আমার যখন পরিচয় হয় তখন শুধু একটা কারনে আপনার সাথে ছিলাম, আর সেটা হলো আপনার জীবনের কষ্টের অতীত। তারপর আপনার মাস্তানি দেখে মাঝে মাঝে ভাবতাম আপনিও হয়তো আর দশটা

মাস্তানের মতই। কিন্তু আপনার চিন্তা আর কাজের ধরন দেখে মাঝে মাঝে মনে হতো হয়তো আপনিই ঠিক। আমি দ্বিধায় ছিলাম আপনার সাথে থাকবো নাকি কি করবো এটা নিয়ে। কিন্তু আজ বুঝলাম আপনি ঠিক ভাই। আপনি হয়তো মাস্তান, কিন্তু তবুও আজ থেকে আপনার জন্য আমার জীবন দিতেও কোন চিন্তা করবো না। আপনার মতো মাস্তান এই দেশে খুব দরকার ভাই, ঘরে ঘরে আপনার মতো মাস্তান দরকার।

- রিদয়। আমি জীবনের সূত্র শিখতে চাইনি। জীবন নিজেই তার নিয়ম আমাকে শিখিয়েছে। আর তাই মানুষ চিনতে আমিও ভুল করি নি। আমি যখন তোমাকে এখানে এনেছিলাম তখন থেকেই তোমাকে আমার ছোট ভাই মনে করেছি। আমি জানতাম তুমি মাঝে মাঝে আমার সম্পর্কে দোটানা চিন্তায় পরে যাও, আর এটাও জানতাম তুমি আমাকে ঠিকই বুঝবে। তাই আমি তোমার উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করেছি।

- ভাই আজ থেকে আমি গর্ব করে বলবো আমি নিলয় এর ছোট ভাই। আর আমার ভাই মাস্তান এটা আমার গর্ব। এরকম মাস্তান ভাই এর জন্য গর্ব করা যায়।

কথাগুলো বলেই নিলয় আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমিও নিলয় কে জড়িয়ে ধরলাম। বুঝতে পারলাম নিলয় আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আমি ওর কান্না থামালাম না। আজ ও কাঁদুক। ওর সব কষ্ট চোখের জলে ধুয়ে যাক।

.....

.....

..... চলবে.....

#মাস্তান_দ্যা_গ্রেট (সিজন:২)

#পার্ট:১০ ও শেষ

#লেখক:Sakib_Nisi

....

...

দাদা দাদিকে নিয়ে বেশ সুখেই আছি। দাদা দাদী এখানে আসার পর থেকে মনে হয় আমাদের একজন অভিভাবক আছে, আমরা রাতে বাড়ি না ফিরলে তারা চিন্তা করে। কিছুদিন আগের কথা, একদিন রাতে বাড়ি ফিরি নাই, পরের রাতে

বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই দাদী জানতে চাইলো বাড়ি ফিরি নাই কেনো। তখন আমি বললাম "দাদী আমি হলাম মাস্তান, আর এরা সবাই আমার মতই মাস্তান, আমরা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমরা নিজেরাও জানিনা আর বাড়ি ফিরবো নাকি। আর আমাদের মত দুই একটা মাস্তান না ফিরতে পারলে দেশ থেকে দুই একটা মাস্তান কমবে। তাই আপনি আমাদের নিয়ে চিন্তা করবেন না।" আমার কথা বলা শেষ হওয়ার আগেই দাদী বলে উঠলো " তোদের বাবা-মা রা অনেক বেশি পূন্য করেছিলো বলেই তোদের মতো মাস্তান এর বাবা-মা হতে পেরেছে। ভাল ছেলেগুলো মরলে হয়তো একটা পরিবার কষ্ট পাবে কিন্তু তোদের মতো মাস্তান মারা গেলে হাজার পরিবার কষ্ট পাবে। তাই এখন থেকে আর বলবি না যে ফিরবি কিনা জানিস না। তোরা শুধু মারবি, কোনদিন মার খেয়ে আসবি না।" কথা গুলো বলার সময় দাদীর চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিলো দেখতে পারছিলাম। সেদিন বুঝেছিলাম হয়তো রক্তের সম্পর্কের চেয়েও বড় সম্পর্ক হয় আত্মার সম্পর্ক। যাই হোক আজ আমি রাজনীতিতে যোগ দেবো। আমার রাজনীতিতে যোগ দেয়া উপলক্ষে সাভার এ অনেক বড় সমাবেশ এর আয়োজন করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকবে। দাদা দাদীর পায়ে সালাম করে রওনা দিলাম সমাবেশের উদ্দেশ্যে। আমার সাথে আজ রিদয় সহ আমার গ্যাং এর প্রায় সবাই আছে। আজ অনেক খুশির একটা দিন হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু না তা হয়নি। আজ অনেক কষ্ট লাগছে বাবা-মার কথা মনে পরে। আজ বাবা-মা বেঁচে থাকলে তারা কত খুশি হতো। তাদের ছেলে রাজনীতিতে যোগদান উপলক্ষে কয়েকজন মন্ত্রী উপস্থিত থাকবে এই কথা জানলে তারা হয়তো সবার চাইতে বেশি খুশি হতো। আমার বুকের ভেতরে তুফান বয়ে যাচ্ছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তাই ড্রাইভার কে বলে গাড়ি রাস্তার পাশে থামালাম। তারপর গাড়ি থেকে নেমে আশে পাশে তাকালাম, যাতে আমার বুকের জমে থাকা কষ্টের মিছিল কিছুটা কমে। রিদয় এসে আমার কাধে হাত রাখলো।

- ভাই জেঠা জেঠি বেঁচে থাকলে হয়তো আপনি এতদূর আসতেই পারতেন না।

তারা তাদের জীবনীশক্তি আপনাকে দিয়ে গেছেন। আপনি কাঁদলে দেশটা বদলাবে কে ভাই? আপনাকে যে আরো অনেক কিছু করতে হবে, আরো অনেক দূর যেতে হবে। জেঠা জেঠি কবর থেকেই আপনার জন্য দোয়া করছেন বলেই আপনি যা করছেন তাতেই সফল হচ্ছেন। আপনার বাবা-মা আপনার সাথেই আছে সবসময়।

আমি রিদয় এর দিকে ঘুরে তাকালাম। রিদয় আজ অনেক কিছু বুঝতে শিখে গেছে। আমি চোখের জল মুছে নিয়ে রিদয় কে সাথে নিয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করলো সমাবেশের উদ্দেশ্যে। সমাবেশে পৌঁছে দেখলাম বিশাল আয়োজন। প্রায় ৫০ হাজার লোক জড়ো হয়েছে। মঞ্চে আমার সম্পর্কে ভাষন দিচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিক সমিতির সভাপতি। আমি গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য কি কি করেছি তাই বলছে। আমার গাড়ি দেখেই উপস্থাপক তাকে থামিয়ে দিয়ে আমাকে স্বাগতম জানালো। আমি মঞ্চে উঠার সময় কয়েকজন মন্ত্রী আমাকে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলো। তারপর শুরু হলো বক্তৃতা। একে একে বিভিন্ন মন্ত্রীরা বক্তৃতা দিলো। সবশেষে আমার বক্তৃতার পালা। আমি শুরু করলাম।

- এখানে উপস্থিত সকল ভাই বোনদের আমার সালাম, নমস্কার এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। সবাইকে আমি কিছু কথা বলতে চাই। দয়া করে কেউ হাতে তালি দিবেন না বা স্লোগান দিবেন না। আমি নিলয় এটুকুই আমার পরিচয়। কারন আমি বিশ্বাস করি মানুষ তার পরিচয় সে নিজে তৈরী করে। বাবার নামে পরিচিত হওয়ার মাঝে কোন গর্ব নেই বরং নিচুতা আছে। আমি রাজনীতিতে যোগ দেয়ার পেছনে একটা কারন আছে, আর সেটা হলো আমি চাই এই দেশটা সুন্দর হোক। কেউ স্বার্থলোভে, হিংসায়, প্রতিশোধের নেশায় যেনো কাউকে আঘাত না করে। কাউকে যেনো একটা চাকরির জন্য বিভিন্ন অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরতে না হয়। কাউকে যেনো বৃদ্ধ বয়সে পেটের ভাত জোগার করার জন্য না কাজ করে যেতে হয় মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। আমি একা কিছুই করতে পারবো না। আমি শুধু আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি টা বদলে দিতে

পারবো আর আপনারা সবাই মিলে বদলে দিবেন এই দেশটা। জীবনে কোন কিছু পাওয়া বা কোন কিছু অর্জন করার মাঝে সুখ নেই, যদি সুখ থেকে থাকে তবে সেটা আছে কারো জন্য কিছু করার মাঝে। আর আমি একা হয়তো কিছুই করতে পারবো না, তাই আপনাদের হাতগুলো চাই এই দেশটা বদলে দেয়ার জন্য। একটা কথা বলি, অনেকে আমাকে মাস্তান বলে, হ্যাঁ হয়তো আমি মাস্তান, যদি প্রতিবাদ করার নাম হয় মাস্তানি তাহলে আমি মাস্তান। ভদ্র হওয়ার মানে এই না যে সব কিছু মেনে নিয়ে নিরবে নিজের মতো চলা। সব কিছু নিরবে মেনে নিয়ে চলার নাম যদি হয় ভদ্রতা তাহলে আমি ভদ্র কাপুরুষ হওয়ার চাইতে অভদ্র মাস্তান ই থাকতে চাইবো। গনপ্রজাতন্ত্রের জনক আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন "Democracy is the government of the people by the people for the people" যার অর্থ "জনগনের জন্য জনগনের দ্বারা পরিচালিত জনগনের সরকারই হচ্ছে গনপ্রজাতন্ত্র" গনতন্ত্র শুধু ভোটদানের ক্ষমতা নয়, গনতন্ত্র মানে দেশের সকল কর্মকাণ্ডে আপনার অধিকার। সরকারের কাজ আপনাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, তাই আমি এই রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে আপনাদের অধিকার আদায় করবো। আমি চাইলে হয়তো ১ হাজার বা ১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারতাম, কিন্তু বেকার সমস্যা দূর করতে পারতাম না। ছোটবেলায় বাবা-মা হারানো ছেলেটিকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দিতে পারতাম না। হয়তো পারতাম কিন্তু সকলের জন্য তা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আমি চাই আর কেউ যেনো ছোটবেলায় বাবা-মা কে হারিয়ে যেনো আমার মত মাস্তান হিসেবে পরিচিত না হয়। তাই সরকারের সাথে এক হয়ে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে চাই, আশা করি আপনারা আমার পাশে থাকবেন। না ভোট দিয়ে পাশে থাকার কথা বলছি না, আপনার সাধ্যমতো অন্যকে সাহায্য করেন, যদি সেটা না পারেন আমাকে জানান তাহলেই আমার পাশে থাকা হবে। আর কথা বাড়াতে চাই না। সকলের জীবন সুন্দর হোক এই কামনায় আমার কথা আমি এখানেই শেষ করছি।

আমার বক্তৃতা শেষ কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। আমি মাইক্রোফোন রেখে

মঞ্চার সবার সাথে করমর্দন করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় কেউ একজন আমার নামে স্লোগান দেয়া শুরু করলো, তারপর উত্তাল জনসমুদ্রের সবাই স্লোগান দিতে শুরু করলো। আকাশ বাতাস যেনো জনগনের হংকারে কেপে উঠেছিল। আমি সেখানে উপস্থিত সকল নেতার সাথে কথা বলে বাসায় ফিরলাম। রাতে পার্টি ছিলো বাণিজ্য মন্ত্রীর বাসায়। সেখানে চলে গেলাম সবাই মিলে। পার্টিতে অনেক বড় বড় নেতা এসেছিলো সবাই আমার সাথে এসে পরিচিত হলো। অনেকে শুভকামনা জানালো। এসবের মধ্য দিয়েই পার্টি শেষ হলো। তারপর বাসায় ফিরে শুয়ে পরলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেস হয়ে পত্রিকা পড়ছিলাম। এমন সময় নেহা আমার বেড রুম এ ঢুকলো। এই প্রথম নেহা আমার বেডরুম এ ঢুকলো। দেখলাম নেহা শাড়ি পরে এসেছে। সাদা একটা শাড়ি, কপালে টিপ। ভালই লাগছিলো দেখতে। নেহাকে এভাবে দেখে বেশ অবাক হলাম।

- আরে মিস নেহা। এতো সকালে এভাবে সেজে আমার রুমে। আর একটু হলেই তো প্রেমে পরে যেতাম। (একটু ফাজলামো করে কথা গুলো বললাম)

নেহা কিছু বলছে না। বুঝলাম ওর মন খারাপ। তাই ওকে বসতে বললাম। নেহা সোফায় বসলো। আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম নেহার মতলব কি। হঠাৎ নেহা বলে উঠলো

- আমি হেরেই গেলাম শেষ পর্যন্ত।

নেহার কথা শুনে বেশ অবাক হলাম। ও কি বলছে বুঝতে পারছি না। তাই বললাম

- হেরে গেলেন মানে? (আমি)

- হ্যা আপনার কাছে হেরে গেলাম।

- আমার কাছে আপনি হেরে যাবেন কেনো? আপনার সাথে তো আমার কোন প্রতিযোগিতা নেই।

- হ্যা ছিলো। আমি আপনার কেসটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। শুধু আপনার জন্যই আমি পুলিশ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি এমন ভাবে কাজ করেন

যে কোন সাক্ষী রাখেন না। আবার অন্য সূত্র ধরে এগুতে গেলেও সেখানে সমীকরণের মাঝে অংশে এমন কিছু চলক যোগ করে দেন যেখান থেকে আর হিসাব মেলানো যায় না।

- কি বলছেন এসব।

- হ্যাঁ। আমি আপনার উপর সব সময় নজর রেখেছি, তবুও আপনি আমার নজরদারীর বাইরে ছিলেন। রাইয়ান হত্যাকাণ্ড মামলায় যখন তদন্ত রিপোর্ট এ দেখলাম রাইয়ান এর সাথে অনেক মেয়ের সম্পর্ক ছিলো, তখন ই আপনার উপর আমার সন্দেহ হয়। তারপর এই কেস এর সাথে আপনার সম্পর্ক খুঁজতে থাকি। একটা যায়গায় এসে আমি নিশ্চিত হয়ে যাই এই খুনটাও আপনিই করেছেন আর সেটা হলো আমি যখন জানতে পারি বাণিজ্য মন্ত্রীর মেয়ের সাথে রাইয়ান এর বিয়ের কথা হয়েছিলো। সেই সুবাদে রাইয়ান এর সাথে বাণিজ্য মন্ত্রীর মেয়ের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। কিন্তু রাইয়ান বিয়েতে অস্বীকার করে। রাইয়ান এর মত চরিত্রহীন একটা ছেলের সাথে কোন মেয়ে সম্পর্ক করলে সেই মেয়েকে রাইয়ান দৈহিক সম্পর্কে বাধ্য করবেই এটাতো বোঝাই যায়। তাই লজিক অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রীর মেয়ের সাথেও রাইয়ান এর দৈহিক সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু রাইয়ান মেয়েটিকে ভোগ করার পর বিয়ে করতে অস্বীকার করে। খুনের পর রাইয়ান এর মোবাইল পাওয়া যায় নি। তার মানে মোবাইলে এমন কিছু ছিলো যা লুকানোর জন্যই মোবাইল চুরি করা হয়েছে। সন্দেহ জোড়ালো হয় যখন বাণিজ্য মন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছ থেকে জানতে পারি মেয়েটি রাইয়ান খুন হওয়ার ৪ দিন আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো। তার পরের দিন মন্ত্রী রাতে আপনার সাথে দেখা করে, আর তার ২ দিন পরে খুন হয় রাইয়ান। এতদূর ঠিকি ছিলো। কিন্তু সমস্যাটা বাধে এর পরেই। বাণিজ্য মন্ত্রী আপনার জন্য গার্মেন্টস মালিকদের বেশ কিছু দাবি মেনে নিয়েছিলো এর বেশ কিছুদিন আগে। তার জন্য আপনি বাণিজ্য মন্ত্রীর জন্য রাইয়ান কে খুন করেন। এরপর বাণিজ্য মন্ত্রীর আপনার জন্য কিছু করা দরকার ছিলো কিন্তু হলো তার উল্টো। আপনি বাণিজ্য মন্ত্রীকে গাড়ি উপহার দিলেন। তারমানে আপনাদের দাবি

মেনে নেওয়ার হিসাব টা পূর্ণ করলেন গাড়ি উপহার দিয়ে। মাঝখানে খুনের হিসাব টা পরে গেলো গড়মিলে। তাই আর কোনভাবেই রিয়ান এর কেসেও আপনার পর্যন্ত পৌছাতে পারলাম না। আমি হেরে গেলাম আপনার কাছে। আর আজ তো আপনি অনেক বড় নেতা হয়ে গেছেন, আপনার বিরুদ্ধে আমার মত একজন পুলিশ অফিসার কিছু বলার যোগ্যতাই রাখে না।

- মিস নেহা। আপনার হিসাব টা সম্পূর্ণ মিলে যাবে যদি মাঝখান থেকে খুনের হিসাব টা বাদ দেন।

- মিঃ নিলয়। আজ আমি স্বীকার করছি আমি হেরে গেছি। আমি আমার ফুফির খুনের বিচার করতে পারলাম না। তাই আজ চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছি।

- মিস নেহা, এক মিনিট। আমি জানি আপনি কে। আমার সৎ মা ছিলো আপনার ফুফি। আমি আপনাদের ওখানে গিয়ে সব কিছু জেনে এসেছিলাম। আর আমি এটাও জানি আপনি একটি ভুল ধারণা নিজের মনে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন।

- কি! আপনি জানতেন আমি কে?

- হ্যা জানতাম। আমি রাজশাহী গিয়েছিলাম। আপনার চাচাতো ভাই এর কাছ থেকে সব শুনেছি।

- আপনি সব সময় আমার চাইতে এগিয়ে ছিলেন। আর আমি আপনার পিছনে ছুটেছি। আমার বোঝা উচিৎ ছিলো কাউকে পেছনে থেকে তারা করে হারানো যায় না।

- মিস নেহা না আপনি হেরেছেন, না আমি জিতেছি। আমি তো মাস্তান। মানুষ খুন করতে আমার হাত কাপে না। আর প্রথম খুন করেছিলাম আপনার ফুফিকে। কিন্তু একটা কথা কি, আপনি আমার যায়গায় নিজেকে দাড় করিয়ে দেখেন আমি সেদিন অন্যায় করি নি। আমি মানছি আমার বাবার সাথে আপনার ফুফিকে বিয়ে দেয়া হয়েছিলো জোড় করে, এটা ঠিক হয় নি। কিন্তু সেই দোষটা কি আমার বাবার? নাকি আপনার বাবার? সে সব কিছু বাদ দেন।

আমি আপনার ফুফিকে খুন করেছি বলে আপনি এতদিনেও আমাকে ফাসির দড়ি গলায় পরাতে চান। আপনিতো সেই খুন নিজের চোখে দেখেন নি, তারপরেও এতো রাগ। তাহলে একবার আমার যায়গায় আপনাকে কল্পনা করুন, নিজের বাবা কে খুন হতে দেখেছি চোখের সামনে, তাহলে সেই সময় আমার কেমন লেগেছিলো। মিস নেহা আমি মাস্তান। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো নিরপরাধ মানুষকে আমি খুন করি নি। আমি তো শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে মাস্তানি শুরু করেছিলাম। তারপর মাস্তানি করতে বাধ্য হয়েছিলাম বেঁচে থাকতে। তারপর যখন ভালো হয়ে যেতে চাইলাম, তখন আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করলেন। তাই আবার শুরু করলাম মাস্তানি। আবারো বেঁচে থাকার তাগিদে মাস্তানি করা শুরু করলাম। কিন্তু এবার নিজের জন্য না। আমার মতো আরো অনেক মানুষকে বাঁচানোর জন্য মাস্তানি করা শুরু করলাম। একবার নিজেকে আমার যায়গায় দাড় করিয়ে দেখেন কোন কিছু অপরাধ মনে হবে না আপনার। আমরা শুধু অপরাধটাই দেখি কিন্তু অপরাধের কারনটা খুঁজি না, তাই আমাদের দেশে অপরাধী জন্ম নেয় এত বেশি।

- মিঃ নিলয় একটা কথার উত্তর দিবেন?

- বলেন।

- এখন পৃথিবীতে দিন নাকি রাত?

- এটা একটা রূপক প্রশ্ন ছিলো। রূপক অর্থে এখন পৃথিবীতে দিন এবং রাত একই সঙ্গে। আর বাস্তব অর্থে, এই পৃথিবীতে যা কিছু কর্ম হয়, সব ঠিক আর ভুল এই দুইটার মাঝেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সব কিছুই একই সাথে ঠিক এবং ভুল। তোমার দৃষ্টিতে যা ভুল তা অন্যজনের দৃষ্টিতে ঠিক হতেই পারে। তাই কোন কিছু এক দিক থেকে বিবেচনা করা উচিত নয়।

- হুম মিঃ নিলয়। আজ বুঝতে পারছি, আপনি আসলেই ঠিক। আমি প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ ছিলাম, তাই আপনার ভালগুন আমার চোখে পরেনি। যদি পারেন ক্ষমা করে দিবেন।

- না মিস নেহা, ক্ষমা করার মতো কোন অপরাধ আপনি করেন নি। বরং

আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার জন্যই আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি, আপনার জন্যই জীবনে অন্যের জন্য বাঁচতে শিখেছি। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

- আমিও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আমার ভুল শুধরে দেয়ার জন্য। আজ চলে যাচ্ছি, হয়তো আর দেখা হবে না। তবে আম্র স্মৃতির পাতায় আপনি থাকবেন আজীবন।

- দেখা তো হতেই পারে, পৃথিবীটা অনেক ছোট আবার কোনদিন দেখা হবে।

- ওকে ভাল থাকবেন। আমি চলে যাচ্ছি।

আমি কিছু বলার আগেই নেহা চলে গেলো। ওর বলা শেষ কথাটার মাঝে অনেক না বলা কথা লুকিয়ে ছিলো। আমারও হয়তো অনেক কথাই না বলা রয়ে গেলো। কিন্তু আমি জানিনা কথাগুলো কি আসলেও বলতে চাই নাকি এটা ঝগিকের আবগে? কথাগুলো বলা উচিৎ নাকি উচিৎ নয়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে পেলে হয়তো কোনদিন না বলা কথাগুলো একবার বলার চেষ্টা করবো।

.....

...

...সমাপ্ত.....